সাল: ০৩ - ইস্যু: -২৫- এপ্রিল ২০২৫

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

সর্ব সহকার , সর্ব সাকার

সহকার উদয়

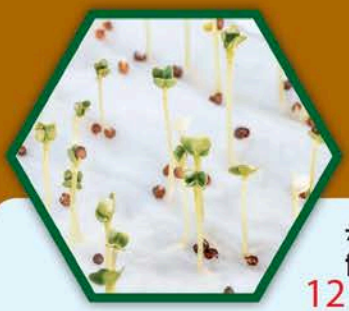

উচ্চমানের দেশী বীজ কৃষিতে রূপান্তর আনবে

বীজ গবেষণা কেন্দ্র কৃষকদের সমৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপন করবে 12

সমবায় শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণকে জোরদার করা 14

সূচীপত্র

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

সর্ব সহকার , সর্ব সাকার
সহকার উদয়
সাল: ০৩ - ইস্যু: -২৫- এপ্রিল ২০২৫

সম্পাদকমণ্ডলী
(প্রধান সম্পাদক)
সন্তোষ কুমার শুক্লা

সম্পাদক
রোহিত কুমার

সহকারী সম্পাদক
অঙ্ক অঞ্জলিদীপ

সদস্যরা
মাধবী এম বিপ্রদাস
বিবেক সাক্সেনা
হিতেন্দ্র প্রতাপ সিং
রশিদ আলম

কোন পরামর্শ বা প্রতিক্রিয়া জানাতে অনুগ্রহ করে এখানে যোগাযোগ করুন:
sahkaruday@iffco.in
যুগ্ম মহাব্যবস্থাপক (সমবায়ের উন্নয়ন)
ইফকো সদন, C-1, জেলা কেন্দ্র, সাকেত প্লেস, নিউ দিল্লি ১১০০১৭

এছাড়াও আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন:
Iffco.coop
IFFCO_PR
Iffco_coop

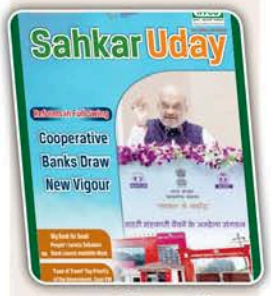

প্রকাশক: ইন্ডিয়ানন ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কোঅপারেটিভ লিমিটেড।
প্রিন্টার: রয়্যাল প্রেস
ওখলা, নয়াদিল্লি।

উচ্চমানের দেশীয় বীজ কৃষিতে রূপান্তর আনবে

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার এক বিকশিত ভারত (উন্নত ভারত) তৈরির লক্ষ্যে দ্রুতগতিতে উন্নয়ন কেন্দ্রিক বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছে। এই উদ্যোগের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল গ্রামীণ সমৃদ্ধি এবং এই মর্মে দৃঢ় ও ভিত্তিগত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

কভার স্টোরি পৃষ্ঠা 06

পৃষ্ঠা 18
নীল অর্থনীতি উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হবে

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জোর দিয়ে বলেন যে ভারতের নীল অর্থনীতি দেশের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং এই খাতে তামিলনাড়ু বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি অর্জন করবে। তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে, ৮,৩০০কোটি টাকারও বেশি বিভিন্ন রেল ও সড়ক প্রকল্পের জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সময় তিনি এই মন্তব্য করেন।

পৃষ্ঠা 26
ওয়াকফ ঘোষণা করে কেউ জমি দখল করতে পারবে না

পৃষ্ঠা 28
সমবায় আন্দোলনকে উজ্জ্বল করতে ত্রিভুবন সহকারি বিশ্ববিদ্যালয়

পৃষ্ঠা 29
বিপুলকায় সমবায় ইফকো ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির প্রচারকে অগ্রাধিকার দেয়

পৃষ্ঠা 20
আন্তর্জাতিক স্তরে নেতৃত্ব দেওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে ভারত
প্রতি খাতে উল্লেখযোগ্য সংস্কার ও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের সূচনা করে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত এগারো বছরে ভারত ক্রমাগত বিশ্ব স্তরে নেতৃত্ব দেওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে

পৃষ্ঠা 22
উচ্চ গুণমানসম্পন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া মোদী সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার

পৃষ্ঠা 24
সিআরপিএফের কোবরা ব্যাটালিয়ন দেখে নকশালরা কাঁপছে, বলেন শ্রী অমিত শাহ

পৃষ্ঠা 25

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার পথে ভারত

বীজ থেকে বাজারে ভারতের অগ্রগতি

সহযোগিতা ভারতে গ্রামীণ উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি শক্তিশালী ভিত্তি হয়ে উঠছে। কৃষিক্ষেত্রের সংস্কার এবং কৃষিকাজকে আরও লাভজনক করার জন্য, সমবায় খাতে বহুমাত্রিক প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসাবে, সমবায় মন্ত্রক ভারতীয় বীজ সহকারি সমিতি লিমিটেড (বিবিএসএসএল) প্রতিষ্ঠা করেছে, যার লক্ষ্য কৃষকদের কাছে শংসাপত্রিত এবং উচ্চমানের দেশীয় বীজ সহজে উপলব্ধ করানো।

বিভিন্ন সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, বিবিএসএসএল কেবল দেশের মধ্যে উচ্চমানের বীজ উৎপাদন করবে না বরং বীজ আমদানির উপর নির্ভরতাও কমাবে। এটি ভারতকে স্ব-নির্ভর করে এবং বিশ্বব্যাপী বীজ রপ্তানিকারী করে তুলতে অবদান রাখবে।

এই লক্ষ্যে একটি বড় উদ্যোগে, শীর্ষ সমবায় সংস্থা ইফকো গুজরাটের গান্ধিনগর জেলার কালোলে একটি বীজ গবেষণা কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন করেছে। এই কেন্দ্রটি কৃষকদের সমৃদ্ধি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং বীজ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

গবেষণা কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপনের সময়, কেন্দ্রীয় গৃহ অ সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ ইফকো এবং সমস্ত সমবায় প্রতিষ্ঠানকে সমবায় কাঠামোর মাধ্যমে আরও ভাল এবং ঐতিহ্যবাহী বীজের উৎপাদনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে এই উদ্যোগটি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষকদের কাছে উচ্চমানের বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হয়ে উঠবে। ফসলের ফলনের উন্নতি এবং দেশীয় প্রাকৃতিক বীজ সংরক্ষণ ও প্রচার ভারতীয় কৃষিতে পরিবর্তন আনবে।

সমবায় সমিতির মাধ্যমে, বিবিএসএসএল ভারতে উচ্চমানের আদিবাসী বীজের উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করবে। এটি আমদানিকৃত বীজের উপর আমাদের নির্ভরতা কমাবে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। কৃষিক্ষেত্রের বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে এবং দেশকে আত্মনির্ভর ভারত (স্বনির্ভর ভারত)এর লক্ষ্যে চালিত করবে। সমবায় চালিত এই রূপান্তরটি ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার জন্য একটি বরদান হিসাবে প্রমাণিত হবে।

বিবিএসএসএল শংসাপত্রিত বীজ উৎপাদনে কৃষকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে, বীজ প্রতি-স্থাপনের হার (এসআরআর) এবং ভ্যারাইটাল প্রতিস্থাপনের হার (ভিআরআর) উভয়কেই উন্নত করতে সাহায্য করবে। এটি প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি (পিএসিএস) এর মাধ্যমে বীজ উৎপাদন, পরীক্ষা, শংসাপত্র, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, স্টোরেজ, ব্র্যান্ডিং, লেবেলিং এবং প্যাকেজিংয়ে মনোনিবেশ করবে।

সহকার উদয় ম্যাগাজিনের এই ইস্যুতে অন্যান্য মূল্যবান তথ্যের পাশাপাশি "সমবায় সেক্টর" সম্পর্কিত অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ নিবন্ধ রয়েছে। আমরা আশা করি এই সংস্করণটি আপনার কাছে তথ্যসমৃদ্ধ এবং উপকারী হবে।

উষ্ণ অভিনন্দন,
জয় সহকার!

◆◆◆

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

গত দশকে, আমরা আমাদের দরিদ্র ভাই -বোনদের ক্ষমতায়নের জন্য ক্রমাগত দ্রুত-তার সঙ্গে কাজ করেছি, যা তাদের জীবনকে আরও সহজ করে তুলেছে। আমরা উন্নয়নের পথে অনেক বাধা সরিয়েছি, যার কারণে দেশের সম্পূর্ণ সম্ভাব্য ক্ষমতা দেশবাসীদের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

শ্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

মোদী সরকারে সমবায়গুলি গ্রামীণ ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের কেন্দ্র-বিন্দুতে পরিণত হচ্ছে। সমবায় দুগ্ধ খাত হোয়াইট রেভোলিউশন ২.০'র মাধ্যমে একটি নতুন জীবন পাচ্ছে। প্রতিটি গ্রামে দুগ্ধ সমবায়গুলির পৌঁছনো সরাসরি দুগ্ধ খাতের কৃষকদের উপকার করবে।

শ্রী অমিত শাহ
কেন্দ্রীয় গৃহ ও সমবায় মন্ত্রী

ভারত তার প্রথম জাতীয় সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছে। এই বিশ্ববি-দ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার তৃণমূল পর্যায়ে সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে।

শ্রী মুরলিধর মোহোল,
কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিমন্ত্রী

গুজরাটে শান্তির মূল গোপনীয় সূত্রটি হল সমবায়গুলির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। সরদার প্যাটেল, ত্রিভুবনদাস প্যাটেল, উদয়ভান সিং এবং বৈকুণ্ঠ মেহতার সময় থেকে বাস্তবায়িত সমবায় কর্মকাণ্ডকে আরও জোরদার করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্রভাই মোদী সমবায় মন্ত্রক প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

শ্রী দিলীপ সাঙ্ঘানী
অধ্যক্ষ, এনসিইউআই এবং ইফকো

প্রত্যেকে ইফকো ন্যানো সার বিপণন এবং ভাল উৎপাদনের জন্য ও ইফকোর আর্থিক লাভের জন্য দুর্দান্ত কাজ করেছে। পুরো ইফকো পরিবার, কৃষক এবং সমবায় ভাইয়েরা গত আর্থিক বছরে ইফকোর ভাল ফলাফলে সফল অবদান রেখেছিল।

ডাঃ উদয় শঙ্কর অবস্থি,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও, ইফকো

ভারতে ইফকোর "বীজ গবেষণা কেন্দ্রগুলি" কৃষকদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বাড়ানোর পাশাপাশি কৃষি খাতে সক্রিয়ভাবে উদ্ভাবন এবং সর্বব্যাপী উন্নয়নের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সমবায় মন্ত্রক,
ভারত সরকার

ভারতের সমস্ত গ্রাম জুড়ে সমবায় সমিতির সম্প্রসারণ

সহকার উদয় টিম

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার সমবায় খাতকে এক ব্যাপক উৎসাহ প্রদান করছে। গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষমতায়নের শক্তিশালী মডেল হিসাবে সমবায়কে অবস্থানের জন্য বেশ কয়েকটি বহুমাত্রিক প্রচেষ্টা চলছে। এর অংশ হিসাবে, সারা দেশে গ্রামগুলিতে দু লক্ষ নতুন সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে যা পূর্বে সমবায় নেটওয়ার্ক'এর নাগালের বাইরে ছিল। কেন্দ্রীয় গৃহ ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ সম্প্রতি এই তথ্যটি ভারতীয় সংসদে পেশ করেন।

একটি প্রশ্নের লিখিত জবাবে শ্রী শাহ বলেন যে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারের সাহায্যে, দুগ্ধ ও মৎস্য সমবায় সমিতিগুলির সাথে, দেশে সমস্ত পঞ্চায়েত এবং গ্রামগুলিকে যুক্ত করতে দু লক্ষ নতুন বহুমুখী প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি (বহু-উদ্দেশ্যমূলক পিএসিএস) স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এই উদ্যোগটি ডেইরি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট ফান্ড (ডিআইডিএফ), ডেইরি ডেভেলপমেন্টের জন্য জাতীয় প্রোগ্রাম (এনপিডিডি), এবং প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার (পিএমএমএসওয়াই)মতো ভারত সরকারের বেশ কয়েকটি সরকারি প্রকল্পের প্রসারও করবে। এটি ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (নাবার্ড), ন্যাশনাল ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (এনডিডিবি) এবং জাতীয় ফিশারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (এনএফডিবি) এর সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এই স্কিমের অধীনে, সদ্য গঠিত দুগ্ধ এবং ফিশারি সমবায় সমিতিগুলি তাদের ক্রিয়াকলাপকে বৈচিত্র্যময় করতে এবং দুধ পরীক্ষার পরীক্ষাগার এবং সম্পর্কিত সুবিধার মতো প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণের জন্য সজ্জিত হবে।

ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি জোরদার করার এক শক্তিশালী মডেল হিসাবে সমবায় প্রতিষ্ঠার জন্য বহুমাত্রিক উদ্যোগ

সংসদের মাধ্যমে শ্রী অমিত শাহ দেশকে জানিয়েছিলেন যে, প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিগুলির (পিএসিএস) বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে বৈচিত্র্যময় করার জন্য, সরকার সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সাথে পরামর্শ করে পিএসিএস'এর জন্য মডেল উপ-আইন তৈরি করেছে। এই মডেল উপ-আইনগুলি পিএসিএসগুলিকে দুগ্ধ, মৎস্য, ফুলচাষ, গুদামজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি বিপণন, কাস্টম নিয়োগ কেন্দ্র, সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র (সিএসসি), ফেয়ার প্রাইস শপ (এফপিএস) এবং সম্প্রদায় সেচ সহ অন্যান্য ২৫ টিরও বেশি আর্থিক ক্রিয়াকলাপে জড়িত থাকার ক্ষমতা দেয়।

বহুমুখী সত্তা হিসাবে নতুন পিএসিএসগুলির নিবন্ধকরণ তাদের - এবং তাদের সদস্য কৃষকদের ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপকে বৈচিত্র্য আনতে, বাজার এবং ঋণ লভ্যতা প্রসারিত করতে এবং রোজগারের অতিরিক্ত উৎস তৈরি করতে দেয়। শ্রী শাহ আরও বলেন যে ২০২৫ সালের জানুয়ারির মধ্যে মোট ১২,৯৫৭টি নতুন বহুমুখী পিএসিএস, দুগ্ধ এবং মৎস্য সমবায় সমিতিগুলি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে ১৭,১০,২২৪ জন কৃষক সদস্যদের সাথে যুক্ত রয়েছে।

এই নতুন সমবায় গঠনের ফলে তাদের সদস্য কৃষকদের কৃষি উৎপাদন আরও ভাল বাজারজাত করতে, তাদের বাজারে প্রবেশ সুগম করতে, আয় বৃদ্ধি, ঋণ সুবিধা পাওয়া এবং গ্রাম পর্যায়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি পেতে সক্ষম করছে। এটি, পরিবর্তে, গ্রামীণ অর্থনীতির শক্তিশালীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

◆◆◆

উন্নত দেশী বীজের মাধ্যমে কৃষিতে রূপান্তর

- ১৯,৬৭৪টি সমবায় সমিতি এখন বিবিএসএসএল সদস্য
- গত সাত বছরে ₹ ১৮,০০০ কোটি টাকার বীজ বাণিজ্য

সহকার উদয় টিম

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার এক বিকশিত ভারত(উন্নত ভারত) তৈরির লক্ষ্যে উন্নয়ন-চালিত উদ্যোগ ত্বরান্বিত করছে। এর একটি মূল কেন্দ্রবিন্দু হল গ্রামীণ সমৃদ্ধি এবং এই দিকে দৃঢ় এবং ভিত্তিগত চেষ্টা করা হচ্ছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বৃহত অংশের জন্য কৃষিকাজকে জীবিকার প্রাথমিক উৎস বলে স্বীকৃতি দিয়ে একে আরও লাভজনক করে তুলতে এবং কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য সমবায় খাতে অসংখ্য উদ্যোগ চলছে। এরকম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ হল ভারতীয় বীজ সহকরী সমিতি লিমিটেড (বিবিএসএসএল) প্রতিষ্ঠা,যার লক্ষ্য কৃষকদের উচ্চমানের দেশীয় কৃষি বীজ সরবরাহ করা।

কেন্দ্রীয় গৃহ ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের নির্দেশনায় বিবিএসএসএল সমবায় খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্য প্রস্তুত। ফসলের উৎপাদন বাড়াতে এবং দেশীয় প্রাকৃতিক বীজ সংরক্ষণের জন্য একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা তৈরি করার জন্য সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমবায় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে, বিবিএসএসএল ভারত ব্র্যান্ডের অধীনে উচ্চমানের বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ এবং বিতরণ করবে।

বিবিএসএসএল সমবায় সমিতির মাধ্যমে ভারতে উচ্চমানের বীজ উৎপাদন ও বিতরণ করে। শ্রী শাহ জোর দিয়ে বলেন যে এই সমবায় ভারতের বীজ উৎপাদনে বড় অবদান রাখবে এবং তাদের জেনেটিক অখণ্ডতা এবং শুদ্ধতা নিশ্চিত করে দেশের ঐতিহ্যবাহী এবং আদি বীজকে সুরক্ষিত করবে।বর্তমানে, ১৯,৬৭৪টি সমবায় সমিতি বিবিএসএসএল'এর সদস্য এবং গত সাত বছরে এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত বীজ বাণিজ্য ১৮,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। আসন্ন বছরগুলিতে, নতুন গঠিত এই সমবায় বীজ সংরক্ষণ, বর্ধন এবং গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।বিবিএসএসএলও প্রত্যয়িত ভারতীয় বীজের রপ্তানি বাড়াতে সাহায্য করবে।

বিবিএসএসএল: দেশীয় বীজ সংরক্ষণ এবং কৃষি উৎপাদন বাড়ানোয় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করছে

বিবিএসএসএল ফসলের ফলন বাড়াতে এবং ভারতে দেশীয় প্রাকৃতিক বীজ সংরক্ষণ এবং বর্ধনের প্রচারে একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি বিকাশের ক্ষেত্রে রূপান্তরমূলক ভূমিকা পালন করছে। জাতীয়-স্তরের শীর্ষস্থানীয় বহু-রাষ্ট্রীয় সমবায় বীজ সমিতি হিসাবে, বিবিএসএসএল সমবায় সমিতির মাধ্যমে দেশজুড়ে উচ্চমানের বীজের উৎপাদন বাড়ানোর প্রাথমিক দায়িত্ব নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।এর মূল উদ্দেশ্য হ'ল ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় বীজ সংরক্ষণ, বর্ধন এবং উৎপাদনের প্রচার করা। এই সমবায়ের সাফল্যের সাথে, দেশে কৃষি উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে

"প্রাচীন কাল থেকেই বিশ্বের হাতেগোনা কয়েকটি দেশের মত ভারতেও কৃষি চর্চা করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, আমাদের ঐতিহ্যবাহী বীজগুলি প্রাকৃতিকভাবে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তারা সুস্বাস্থ্যের প্রচার করে।-বর্তমানে এই জাতীয় বীজের বিশ্বব্যাপী খুব চাহিদা রয়েছে। আমাদের অবশ্যই এই ঐতিহ্যবাহী বীজগুলি সংরক্ষণ করতে হবে কারণ তা পুষ্টিকর খাবারের ভিত্তি।এই লক্ষ্য বিবিএসএসএল এর মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

- শ্রী অমিত শাহ
কেন্দ্রীয় গৃহ ও সমবায় মন্ত্রী"

আশা করা হচ্ছে, যার ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি জোরদার হবে।

বিবিএসএসএল ₹১৮,০০০ কোটি টাকার বীজ ব্যবসায়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে

বিবিএসএসএল থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, সংস্থাটি তার প্রথম বছর, ২০২৫-২৬'এ ₹ ২৭০ কোটি টাকার বীজ ব্যবসার টার্গেট রেখেছে।পরবর্তী সাত বছরে, বিবিএসএসএল'এর লক্ষ্য ১৯ লক্ষ টন বীজ বিক্রি করা যা আনুমানিক ₹১৮,০০০ কোটি টাকার ব্যবসা দেবে। এই শীর্ষস্থানীয় সমবায় সমিতি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে উচ্চমানের বীজ উৎপাদনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা ফসল উৎপাদন বাড়িয়ে কৃষকদের আয় বাড়াবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে।

সাম্প্রতিককালে, সংসদে এক লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ জানিয়েছিলেন যে ভারত জুড়ে ১৯,৬৭৪টি সমবায় সমিতি ইতিমধ্যে বিবিএসএসএল'এর সদস্য হিসাবে যোগ দিয়েছে।এই সমবায় ঝাড়খণ্ড সরকারের থেকে একটি বীজ লাইসেন্সও অর্জন করেছে। এর দৃঢ় লজিস্টিক সিস্টেমটি রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলে সময়মত বীজ বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। বিবিএসএসএল, একটি বহু-রাষ্ট্রীয় সমবায় সমিতি যা ২০২৩ সালে শ্রী অমিত শাহের নির্দেশে গঠিত হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে-,পাঁচটি প্রবর্তক প্রতিষ্ঠান থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটি অন্তর্বর্তী বোর্ড গঠিত হয়।তারপর সংবিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য ২০২৩ সালের জুলাইয়ে একটি নিয়মিত বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়।-বোর্ড নির্বাচনের পরে, ইফকোর বিপণন পরিচালক যোগেন্দ্র কুমার সর্বসম্মতিক্রমে বিবিএসএসএল বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন।

আর্থিক বছরের শুরু থেকে,বিবিএসএসএল একটি সদস্যপদ প্রচার চালু করেছে।চেয়ারম্যান যোগেন্দ্র কুমার সমস্ত সমবায় সমিতিগুলিকে দ্রুত কিসান অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।বিবিএসএসএল অনুসারে, সারা দেশে সমবায় সমিতি থেকে মোট ২০,৯৬১টি সদস্যপদ আবেদন পাওয়া গেছে এবং ইতিমধ্যে ১৭,৪২৫টি শেয়ার শংসাপত্র জারি করা

বীজ উৎপাদনে বৃহত সমবায় সমিতিগুলির প্রধান ভূমিকা

ভারতীয় বিজ সহকারী সমিতি লিমিটেড (বিবিএসএসএল) মাল্টি-স্টেট কো-অপারেটিভ সোসাইটিস (এমএসসিএস) আইন, ২০০২ এর অধীনে সমবায় মন্ত্রক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের শীর্ষস্থানীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান-ভারতীয় কৃষক ফার্টিলাইজার কোঅপারেটিভ লিমিটেড (ইফকো), কৃষক ভারতী কোঅপারেটিভ লিমিটেড (ক্রিভকো)ন্যাশানাল এগ্রিকালচার কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশান অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড(নাফেড), ন্যাশানাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড(এনডিডিবি)এবং ন্যাশানাল কোঅপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনসিডিসি) - বিবিএসএল এর প্রবর্তক হিসাবে মনোনীত হয়েছে।

বিবিএসএসএল'এর প্রাথমিক মূলধন ২৫০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয় এবং পাঁচ জন প্রমোটার প্রত্যেকে ৫০কোটি টাকা করে অবদান রেখেছেন।অনুমোদিত শেয়ার মূলধন ৫০০ কোটি টাকা।বিবিএসএসএল ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প এবং নীতির সাহায্য নেবে এবং প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতির(পিএসিএস)মাধ্যমে দুটি প্রজন্ম বীজ উৎপাদন, পরীক্ষা, শংসাপত্র, প্রক্রিয়াজাতকরণ, স্টোরেজ, ব্র্যান্ডিং, লেবেলিং এবং প্যাকেজিংয়ে মনোনিবেশ করবে।এই উদ্যোগটি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধি'র দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমবায় মডেলের মাধ্যমে সর্বব্যাপী বৃদ্ধি নিশ্চিত করে।উচ্চমানের বীজ উৎপাদন তাদের ফসলের আরও ভাল দাম সুরক্ষিত করার মাধ্যমে সমবায়গুলির সাথে যুক্ত কৃষকদের উপকৃত করবে অন্যদিকে ফসলের ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলবে।

বিবিএসএসএল সদস্যতার জন্য শেয়ার ক্রয় প্রয়োজন

বিবিএসএসএল'এর সদস্য হওয়ার জন্য, আগ্রহীদের তাদের সাংগঠনিক বিভাগের ভিত্তিতে শেয়ার কিনতে হবে। রাজ্য-স্তরের সমবায় সমিতিগুলিকে অবশ্যই সর্বনিম্ন ১০০০টি শেয়ার কিনতে হবে, যার প্রতিটির দাম ১,০০০টাকা ধরে মোট ১ লক্ষ টাকা। জাতীয়-স্তরের সমবায় সমিতিগুলি কমপক্ষে ৫০০টি শেয়ার মানে ৫০,০০০ টাকার শেয়ার কিনে যোগ দিতে পারে। রাজ্য-স্তরের প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলিকে ১০,০০০ টাকা ব্যয় করে ১০টি শেয়ার কিনতে হবে তৃণমূল পর্যায়ে প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিগুলি (পিএসিএস)১,০০০ টাকার একটি শেয়ার কিনে সদস্যপদ অর্জন করতে পারে। অ-সমবায়ি সংস্থাগুলিও সদস্য হওয়ার যোগ্য, তবে তাদের কেন্দ্রীয় নিবন্ধকের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হবে। এই জাতীয় সংস্থাকে অবশ্যই সর্বনিম্ন দুটি শেয়ার কিনতে হবে যা মোট ২,০০০ টাকা। সমস্ত আবেদনকারীকে অবশ্যই ৫০০ টাকা মূল্যের একটি সদস্যপদ ফর্ম পূরণ করতে হবে এবং তারা যে শেয়ারগুলি ক্রয় করতে চান তার অর্থ প্রদানের সাথে এটি জমা দিতে হবে। বিবিএসএসএল সদস্যরা ২০ শতাংশ পর্যন্ত বার্ষিক লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য হয়ে এই সদস্যপদকে সমবায় এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য একইভাবে একটি সম্ভাব্য ফলপ্রসূ আয়ের উৎস হিসাবে পরিণত করবেন।

হয়েছে। সদস্যপদ প্রচারটি জাতীয়, রাজ্য, জেলা এবং পিএসিএস স্তরে বিস্তৃত আছে। সদস্যতার জন্য ন্যূনতম শেয়ারহোল্ডিং মাত্রা স্থির করা হয়েছে, অন্যদিকে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলি সদস্য হওয়ার জন্য ১ লক্ষ টাকা মূল্যের শেয়ার কিনতে পারে। এই সদস্যদের ভোটাধিকার থাকবে না কিন্তু তারা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বিবিএসএসএল'এর ডিস্ট্রিবিউটর হিসাবে কাজ করতে পারে।

সদস্যরা বিবিএসএসএল'এর লাভ থেকে ২০% পর্যন্ত লভ্যাংশ পাবেন

বিবিএসএসএলের সদস্যরা সংগঠনের লাভ থেকে তাদের শেয়ার মূলধনে ২০% লভ্যাংশ পাবেন।এই উদ্যোগটি নিশ্চিত করে যে সদস্য কৃষকরা শুধু বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে ভাল দাম থেকে উপকৃত হবে না, তারা লভ্যাংশের মাধ্যমেও আর্থিক লাভ করবে।বিবিএসএসএল ইতিমধ্যে ১১টি রাজ্যে বীজ লাইসেন্স পেয়েছে এবং আরও পাঁচটিতে কাজ চলছে। প্রধান সমবায়টি বীজ উৎপাদন শৃঙ্খলের সমস্ত স্তরে কাজ শুরু করেছে - ব্রিডার বীজ, ফাউন্ডেশন বীজ এবং প্রত্যয়িত বীজ। ২০২৪-২৫ কৃষি চক্রে চিনাবাদাম, গম, ওটস এবং বেরসিম বীজ দিয়ে বিক্রয় শুরু হয়েছে।

বেশ কয়েকটি রাজ্য বীজ উৎপাদন ও বিপণন কর্মসূচির জন্য বিবিএসএসএলকে অনুমোদনের চিঠি জারি করেছে। সারা দেশে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে বীজ উৎপাদনে অংশ নিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এই সমিতিগুলি বীজ বিক্রয়ের দরপত্রগুলিতে অংশ নিতে রাজ্য সরকারগুলির সাথেও কথা বলছে।এর সম্ভাবনা এবং প্রসারকে স্বীকৃতি দিয়ে ভারত সরকার ডাল এবং তৈলবীজ ফসলের বীজ বিতরণের জন্য নোডাল এজেন্সি হিসাবে বিবিএসএসএলকে মনোনীত করেছে।

সমবায় মন্ত্রকের উদ্যোগের অধীনে, ২০২৩-২৪ রবি মরসুমে, বিবিএসএসএল উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান এবং গুজরাটের ৭৮টি বীজ উৎপাদক জমির ১,১০০ একর জমিতে গম, ছোলার ডাল, সরিষা এবং মটরের ফাউন্ডেশন বীজ উৎ-

বিবিএসএসএল কৃষি অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনবে

পাদন করে। এই বীজগুলি ২০২৪-২৫ রবি ফসলের জন্য প্রত্যয়িত বীজ উৎপাদনে ব্যবহৃত হত।

বিবিএসএসএল আগামী সাত বছরে এক উচ্চাভিলাষী ১৮,০০০ কোটি টাকা টার্নওভার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে-।২০২৫-২৬'এর প্রথম ব্যবসায়িক বছরে ২৭০ কোটি টাকার বীজ বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। অদূর ভবিষ্যতে, সমবায় মন্ত্রালয় কৃষি মন্ত্রালয় এবং ভারত সরকারের অন্যান্য মন্ত্রালয়ের সাথে যুক্ত হয়ে বিবিএসএসএল বিভিন্ন রাজ্য জুড়ে উন্নত ও ঐতিহ্যবাহী বীজ উৎপাদন ও বিতরণে নতুন মাইলফলক অর্জনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। উচ্চমানের এবং প্রত্যয়িত বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে, কৃষিকাজ একটি লাভজনক উদ্যোগে পরিণত হবে। এই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিতে প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি(পিএসিএস) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ২০২৫-২৬ এর রবি মরসুম থেকে, বিবিএসএসএল'এর মাধ্যমে উৎপাদিত উন্নত বীজের বাণিজ্যিক বিক্রয় শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।এই উদ্দেশ্যে, বাণিজ্যিক চুক্তিগুলি ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি রাজ্যে প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বিবিএসএসএল উচ্চমানের বীজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবে

উচ্চমানের বীজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে, বিবিএসএসএল ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে 'ভারত বিজ' ব্র্যান্ডকে জনপ্রিয় করার জন্য বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া এবং অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, কৃষক সভা, আঞ্চলিক কর্মশালা, সেমিনার এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে সচেতনতা প্রচার। অতিরিক্তভাবে, রাজ্য কৃষি বিভাগগুলি তাদের নিজ নিজ স্তরে প্রশিক্ষণ শিবির, কর্মশালা ও হাতেকলমে কাজ শেখানোর আয়োজন করছে।

বিশ্বব্যাপী বীজ উৎপাদনে ভারতের ভাগ এক শতাংশেরও কম, এই উদ্বেগ প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় গৃহ ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ উল্লেখ করেছেন যে বৈজ্ঞানিকভাবে উন্নত শংসাপত্রিত বীজ সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকের কাছে পৌঁছায় না। এই ঘাটতি কেবল কৃষকদের উৎপাদনকেই প্রভাবিত করে না দেশের সামগ্রিক খাদ্য শস্যের ফলনেও বাধা দেয়। ভারতীয় কৃষির এক বাস্তবতা হল যে বর্তমানে মাত্র ৫০% কৃষক মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করেন আর বাকিরা খামার-সংরক্ষিত বীজের উপর নির্ভর করে।

বিবিএসএসএলের অন্যতম প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল তাদের থেকে উপকৃত ৪৭ শতাংশ খামার জমির সমতুল্য প্রক্রিয়াজাত, উচ্চমানের বীজ লভ্যতার অভাব রয়েছে এমন ৫৩ শতাংশ খামার জমিতে এই ব্যবধান পূরণ করা।উন্নত দেশীয় বীজকে সহজলভ্য করে এই ভারসাম্য বাড়ানোর জন্য সমবায় মন্ত্রক বিবিএসএ-

সএল প্রতিষ্ঠা করেছে যা বীজ বিকাশের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমবায় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা পালন করবে - দুটি প্রজন্মের ভিত্তি এবং প্রত্যয়িত বীজের উৎপাদন থেকে শুরু করে, পরীক্ষা, শংসাপত্র, প্রসেসিং, স্টোরেজ, লেবেলিং এবং প্যাকেজিং পর্যন্ত।

ব্রিডার বীজগুলি সরকারী গবেষণা সংস্থাগুলি এবং আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটগুলি যেমন ইন্টারন্যাশানাল ক্রপ্স রিসার্চ ইন্সটিটিউট ফর দি সেমি-এরিড ট্রপিক্স(আইসিআরআইএসএটি),দি ইন্টারন্যাশানাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (আইআরআরআই)এবং আন্তর্জাতিক মেজ অ্যান্ড হুইট ইম্প্রুভমেন্ট সেন্টার(-সিআইএমএমটি)এর মতো অন্যান্য সংস্থা থেকেও নেওয়া হবে।

এই মিশনটি পূরণ করার জন্য, বিবিএসএ-সএল মন্ত্রালয় এবং অন্যান্য বিভাগগুলিতে বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প এবং নীতির সাহায্য নেবে। এটি সমস্ত উপলভ্য বিপণন চ্যানেল ব্যবহার করে 'ভারত বিজ' ব্র্যান্ডের অধীনে কৃষকদের খাঁটি, প্রত্যয়িত বীজের সময়োপযোগী প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবে এমনকি প্রাইভেট সংস্থাকেও যুক্ত করবে।এই শীর্ষস্থানীয় সমবায় সমিতি 'সম্পূর্ণ সরকার' নীতির মাধ্যমে দুটি-প্রজন্মের বীজ উৎপাদন এবং বিতরণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, শংসাপত্র থেকে বাজারের পূর্ণ মূল্য শৃঙ্খল আয়ত্ব করবে।

বিবিএসএসএল উচ্চ-ফলন, রোগ-প্রতিরোধী বীজ বিকাশের জন্য কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটগুলির সাথে সহযোগিতা করবে

দেশজুড়ে উচ্চ-ফলন এবং রোগ-প্রতিরোধী বীজ প্রচারের মিশনে, বিবিএসএ-সএল প্রিমিয়ার কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্ব করেছে। এই কৌশলগত সহযোগিতার লক্ষ্য বিভিন্ন ফসলের জন্য জিনগতভাবে উচ্চতর ব্রিডার বীজ সংগ্রহ করা এবং ব্রিডার এবং ফাউন্ডেশন উভয় বীজের উৎপাদন প্রচার করা।

এই লক্ষ্যে, বিবিএসএসএল বেশ কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে মউ স্বাক্ষর করেছে।এর মধ্যে রয়েছে ভারতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইএআ-রআই), নয়াদিল্লি; পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (পিএইউ), লুধিয়ানা; ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মেজ গবেষণা (আইআইএমআর), লুধিয়ানা; ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মিলেটস রিসার্চ (আইআইএমআর), হা-য়দরাবাদ; জি বি পন্ত কৃষি ও প্রযুক্তি বি-শ্ববিদ্যালয়, পন্তনগর; এবং আঞ্চলিক প্র-যুক্তি ব্যবস্থাপনা ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ও ডেভেলপমেন্ট ইউনিট, আইআরআই, পুসা, নয়াদিল্লি।

বিবিএসএসএল চলতি শস্য বছরে আনুমানিক ১.৫ লক্ষ কুই-ন্টাল সার্টিফাইড বীজ উৎপাদন করবে

বিবিএসএসএল এ পর্যন্ত ২০২৪-২৫ সালে ৫২,৯০৬ কুইন্টাল বীজ, তৈলবীজ এবং ফডার ক্রপের বীজ বিতরণ করেছে। ১৩৮জন খুচরা বিক্রেতা এবং পরিবেশকদের মাধ্যমে বিক্রি হওয়া এই বীজের মোট মূল্য প্রায় ৪৬.১৯ কোটি টাকা। সমবায় ১১টি রাজ্যে বীজ বিক্রয়ের লাইসেন্স পেয়েছে এবং আরও পাঁচটি রাজ্যে প্রক্রিয়া চলছে।

বিবিএসএসএল ৫৭৭ হেক্টর কৃষিজমিতে ১৫,৩৯৫ কুইন্টাল বীজ উৎপাদন করেছে, যার মধ্যে ৯টি ফসলের ২৩টা প্রকার রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, বিবিএসএসএল ২০২৩-২৪ রবি মরসুমে ১৩,৬৯৭ কুইন্টাল ফাউন্ডেশন বীজ এবং রবি মরসুম ২০২৪-২৫'এ গম, ছোলা, সরিষা এবং মটর শংসাপত্রিত প্রায় ৬.৫ লক্ষ কুইন্টাল বীজ তৈরি করেছিল। এই সময়ের মধ্যে সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষকদের সংখ্যা ১৬,৮৫০ থেকে বেড়ে ২০.৯৬ লক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, ১,৭৯০টি সমবায় বীজ বিক্রয় থেকে উপকৃত হয়েছে। আশা করা যায় যে ২১ লক্ষ কৃষক ২০২৫-২৬ সালে উপকৃত হবেন। খরিফ ২০২৫ মরসুমে, ৭টি ফসলের জন্য বীজ - ধান, ছোলা, সয়াবিন, চিনাবাদাম, জোয়ার, ভুট্টা এবং মটরশুটি - ২২টি প্রকার সরবরাহ করা হবে। ৫৬.৪৭লক্ষ কৃষককে উপকৃত করে মোট ১.৬ লক্ষ কুইন্টাল সার্টিফায়েড বীজ উৎপাদিত হবে বলে অনুমান করা হয়।

১১,৫৯৪ কুইন্টাল ফাউন্ডেশন বীজ গত রবি মরসুমে উৎপাদিত হয়েছে।

'ভারত বীজ' বিতরণের জন্য খুচরা স্টোর তৈরি করা হয়েছে।

আগের খারিফ মরসুমে, ১০টি রাজ্যে ৭টি ফসলের ২৩টি প্রকার বপন করা হয়।

১,৬৪,৮০৪ কুইন্টাল শংসাপত্রযুক্ত বীজ উৎপাদিত হয়েছে ৫,৫৯৬ হেক্টর জমিতে।

বিভিন্ন ফসল জুড়ে ৩৮,১২৬ কুইন্টাল বীজ বিতরণ করা হয়।

বিবিএসএসএল এক ডজন রাজ্যে লাইসেন্স পেয়েছে।

এছাড়াও, বিবিএসএসএল উচ্চ ফলন, রোগ প্রতিরোধ এবং ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত নির্দিষ্ট কৃষিগত বৈশিষ্ট্য সহ হাইব্রিড বীজ জাতগুলি বিকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। বিবিএসএসএল এই লক্ষ্য পূরণে বেশ কয়েকটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থার অংশীদার হওয়ার প্রচেষ্টায় রত।এর মধ্যে রয়েছে ইন্টারন্যাশানাল ক্রপ্স রিসার্চ ইন্সটিটিউট ফর দি সেমি-এরিড ট্রপিক্স(আইসিআরআইএসএটি) হায়দরাবাদ, ইন্টারন্যাশানাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (আইআরআরআই)বারানসী, ইন্ডিয়ান গ্রাসল্যান্ড অ্যান্ড ফডার রিসার্চ ইনস্টিটিউট (আইজিএফআরআই),ঝাঁসি; ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ভেজিটেবল রিসার্চ (আইআইভিআর), বারাণসী; ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পালসেস রিসার্চ(আইআইপিআর),কানপুর; ন্যাশানাল রিসার্চ সেন্টার ফর মেজ অ্যান্ড শোরগম'এর পাশাপাশি ওয়ার্ল্ড ভেজিটেবল সেন্টার এবং ক্যাসেটসার্ট বিশ্ববিদ্যালয়, থাইল্যান্ডের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান।

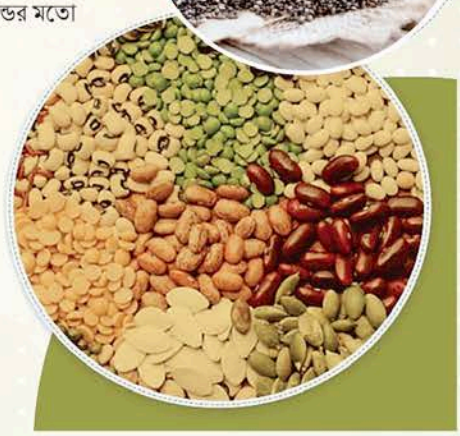

◆◆◆

International Year of Cooperatives 2025

ইফকো কালোল ইউনিটের গোল্ডেন জুবিলি অনুষ্ঠানে শ্রী অমিত শাহের ভাষণ

বীজ গবেষণা কেন্দ্র কৃষকদের সমৃদ্ধির ভিত্তি হবে

সহকার উদয় টিম

- ইফকো ন্যানো ইউরিয়া এবং ন্যানো ডিএপি'র মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের সমবায় খাতকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
- ইফকোর ন্যানো ইউরিয়া এবং ন্যানো ডিএপি'র চাহিদা বিশ্বব্যাপী ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ইফকো সফলভাবে ন্যূনতম মূল্য এবং উচ্চ গুণমানের মানদণ্ডে পৌঁছেছে।

আমাদের সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য, প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি (পিএসিএস) এবং সমবায় ডেইরিগুলিকে ক্ষমতায়িত করা দরকার। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, সরকার পিএসিএসকে কম্পিউটারাইজিং, পিএসিএসের সাথে নতুন ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপকে সংহত করার এবং সমবায়গুলির মাধ্যমে দুগ্ধ অর্থনীতিকে যুক্ত করার মতো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।এই চিন্তাভাবনাগুলি গুজরাটের গান্ধীনগরে বীজ গবেষণা কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপনের অনুষ্ঠানের সময় কেন্দ্রীয় গৃহ ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ ভাগ করে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে ইফকো বীজ গবেষণা কেন্দ্র শুরু করেছে। এই কেন্দ্রটি আমাদের জমির উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে তুলবে, ফসল সমৃদ্ধ করবে এবং আমাদের শতাব্দী প্রাচীন বীজ সংরক্ষণে সাহায্য করবে। গবেষণা কেন্দ্রটি বীজকে উন্নত করবে, কৃষিতে জল এবং সারের প্রয়োজনীয়তা কমাবে।

ইফকোর কালল ইউনিটের গোল্ডেন জুবিলি অনুষ্ঠানের সময় শ্রী অমিত শাহ বীজ গবেষণা কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে ভারত বর্তমানে খাদ্য শস্যের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী। এই স্বনির্ভরতায় ইফকোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি তুলে ধরে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে ইফকো দেশের কৃষকদের সারের সাথে সংযুক্ত করে এবং সমবায়গুলির সাথে সার সংযুক্ত করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তিনি আরও যোগ করেছেন যে বীজ গবেষণা কেন্দ্র, যার জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল, আমাদের কৃষকদের সমৃদ্ধি বাড়াতে সহায়ক হিসাবে প্রমাণিত হবে। শ্রী শাহ আরও উল্লেখ করেছেন যে ইফকো অসংখ্য গবেষণা ও উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি, ইফকো দক্ষতার সাথে সারের বিপণন, ব্র্যা-

ন্ডিং এবং বিতরণ পরিচালনা করেছে, যাতে তারা কৃষকদের দোরগোড়ায় পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারে। তিনি আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন যে যখন ইফকো তার শতবর্ষ উদযাপন করবে, তখন বিশ্বব্যাপী সমবায়গুলিতে ইফকোর মর্যাদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

ইফকোর যাত্রাপথের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন যে পঞ্চাশ বছর আগে, যখন ইফকো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন কেউ কল্পনাও করেনি যে এটি এই উচ্চতায় পৌঁছবে। ইফকোর গৌরবময় পঞ্চাশ বছরের যাত্রা দেখায় যে সমবায় এবং কর্পোরেট মানগুলি একসাথে কাজ করলে কীভাবে অসাধারণ ফলাফল পাওয়া যায়। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে ইফকোর যাত্রা কৃষি, শস্য উৎপাদন, গ্রামীণ অর্থনীতি এবং কৃষকদের সমৃদ্ধি জোরদার করার জন্য উত্সর্গীকৃত হয়েছে।

শ্রী অমিত শাহ বলেছিলেন যে ইফকো ন্যানো ইউরিয়া এবং ন্যানো ডিএপি'তে নতুনত্ব নিয়ে বিশ্বব্যাপী ভারতের সমবায় খাতের খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করেছে। এর ফলে ইফকোর ন্যানো ইউরিয়া এবং ন্যানো ডিএপি'র বিশ্বব্যাপী চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি ভাগ করে নিয়েছিলেন যে যখন কালোল প্ল্যান্টের জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল তখন এটি তখনকার সময়ে একটি বড় বিপ্লব হিসাবে বিবেচিত হত। সময়ের সাথে সাথে, ইফকো গবেষণা এবং পরীক্ষার মাধ্যমে ন্যানো লিকুইড ইউরিয়া এবং ন্যানো লিকুইড ডিএপি'র উৎপাদন বাড়িয়ে, তাঁর বিকাশ, প্রসার এবং উদ্ভাবন অব্যাহত রেখেছে। এর ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি, ইফকো কৃষকদের জমিতে পৌঁছে, গবেষণা এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশীয় এবং বিশ্বব্যাপী কৃষকদের জন্য পরীক্ষাগারের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে।

৯০ মিলিয়ন মেট্রিক টন: ইফকোর সার

৪০,০০০ কোটি টাকা: বিক্রির লেনদেনের পরিমাণ

৩,২০০ কোটি টাকা: ইফকোর লাভ

ইফকো কান্ডলা এবং কালোল (গুজরাট), ফুলপুর এবং আমলা (উত্তর প্রদেশ) এবং পারাদিপে(ওড়িশা) সার উৎপাদন করে সার খাতে ভারতকে স্ব-নির্ভর করে তুলতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। শ্রী শাহ উল্লেখ করেছিলেন যে বর্তমানে ইফকোর সার উৎপাদন ক্ষমতা ৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন দাঁড়িয়েছে,বিক্রি ৪০,০০০ কোটি এবং ৩,২০০ কোটি টাকা লাভ করেছে। এখন, ইফকো তার উৎপাদন ক্ষমতা এতটা বাড়িয়েছে যে এর পণ্যগুলি বিশ্বব্যাপী বিক্রি হচ্ছে।

শ্রী শাহ আরও যোগ করেছেন যে গত পঞ্চাশ বছর ধরে ইফকোর নেতৃত্বে রাসায়নিক সার থেকে ন্যানো সার এবং জৈব-ফারটিলাইজারে যাত্রা ঘটেছে। তিনি বলেছিলেন যে যখন ইফকো প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ভারতের মূল উদ্দেশ্য ছিল বড় আকারের সার উৎপাদন করা। যাইহোক, এখন লক্ষ্য হল নিয়ন্ত্রিত সার উৎপাদনে যা মাটির স্বাস্থ্য বজায় রেখে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে। ইফকোর ন্যানো ইউরিয়া এবং ন্যানো ডিএপি তরল সহ কৃষকদের আর তাদের ফসলের জন্য অন্যান্য সার প্রয়োগ করার দরকার নেই।

◆◆◆

সংসদ ত্রিভুবন সহকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুমোদন দেয়

সমবায় শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ আরও শক্তিশালী হবে

- আট লক্ষ ব্যক্তি বার্ষিক প্রশিক্ষণ নেবে ; সমবায় খাতকে বাড়াবে দক্ষ পেশাদাররা
- ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, শংসাপত্র এবং পিএইচডি'র মাধ্যমে দক্ষতা বিকাশের সমবায় প্রোগ্রাম

সহকার উদয় দল দ্বারা

পৃথক সমবায় মন্ত্রক প্রতিষ্ঠার পর সাড়ে তিন বছরে এই খাতটি রূপান্তরকারী সংস্কার প্রত্যক্ষ করেছে। সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগের মধ্যে দক্ষ পেশাদার, উদ্ভাবন এবং নতুন কৌশলগুলির ক্রমবর্ধমান চাহিদা রয়েছে। এই চাহিদা মেটাতে, একটি জাতীয়-স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে অনুভূত হয় - এটি কেবল সমবায় শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের প্রচার করবে না সাথে সাথে সমবায় সংস্থাগুলির কর্মদক্ষতা বাড়াতে সক্ষম তরুণ ম্যানেজারদের তৈরি করবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় গৃহ ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ ভারতের প্রথম কেন্দ্রীয় সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির প্রস্তাব করেছিলেন। প্রতিষ্ঠানটি স্বচ্ছতা বাড়াতে, ডিজিটাল উদ্ভাবন, সমবায় প্ল্যাটফর্মগুলির উপর গবেষণা,আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং নতুন সমবায় উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্য আর্থিক কৌশল বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

তদনুসারে, সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্যায়ে ত্রিভুবন সহকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০২৫ পেশ করা হয়েছিল এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ভয়েস ভোট দিয়ে পাস করা হয়েছিল। খুব শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি গুজরাটের ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ম্যানেজমেন্ট আনন্দ (ইরমা) এর ক্যাম্পাসের মধ্যে অবস্থিত এবং ভারতের সমবায় আন্দোলনের অন্যতম অগ্রগামী ত্রিভুবনদাস কিশিভাই প্যাটেলের সম্মানে নামকরণ করা হবে। খ্যাতিমান গুজরাট সমবায় দুধ বিপণন ফেডারেশন (জিসিএমএমএফ), যা বিশ্বব্যাপী আমুল নামে পরিচিত, এটি প্যাটেলের দূরদর্শী নেতৃত্বের উত্তরাধিকার। বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের জন্য প্রাথমিক বাজেটে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

২০২৫ সাল আন্তর্জাতিক সমবায় বছর হিসাবে বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হওয়ার মাঝে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা আরও বেশী তাৎপর্যময় হয়েছে। এটি ভারতে সমবায় শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণে একটি বড় সংস্কার হিসেবে চিহ্নিত হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং নেতৃত্বের বিকাশে মনোনি-

বেশ করবে, যুবাদের সমবায়ের একাডেমিক এক্সপোজার দেবে এবং সমবায় খাতে সুস্থায়ি এবং সর্বব্যাপী উন্নতির দিকে নজর রাখবে। এটি আধুনিক শিক্ষামূলক কাঠামোর সাথে একত্রিত হয়ে ব্যাপক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার নতুন উপায় উন্মুক্ত করবে। সমবায় শিক্ষায় নিত্যনতুন একাডেমিক পদ্ধতি গ্রহণ করে, বিশ্ববিদ্যালয়টি সু-প্রশিক্ষিত পেশাদারদের প্রস্তুত করবে, যার ফলে দেশব্যাপী সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে উন্নত ম্যানেজমেন্ট দ্বারা পরিচালিত হবে।

ত্রিভুবন সহকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০২৫ পাস হওয়ার পরে, কেন্দ্রীয় গৃহ ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, " এই বিল দেশে সহযোগিতা, উদ্ভাবন এবং কর্মসংস্থানের একটি ত্রিবেণী (সঙ্গম)নিয়ে আসবে। সমবায় শিক্ষা এখন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পাঠ্যক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠবে। দেশ সমবায় খাতকে আরও বিস্তৃত, সংগঠিত এবং আধুনিক যুগের সাথে একত্রিত করতে সহায়তা করবে। "

লোকসভায় বিলের বিষয়ে আলোচনার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে শ্রী অমিত শাহ আরও যোগ করেছেন, "ত্রিভুবন সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় সমবায় খাতে উদ্ভাবন ও গবেষণার প্রচার করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে ক্ষমতায়িত করবে। বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতি বছর প্রায় আট লক্ষ ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেবে, যা স্বল্প-মেয়াদী, দীর্ঘ – মেয়াদি এমনকি এক সপ্তাহ-দীর্ঘ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সাথে প্রশিক্ষণ দেবে। এটি দেশকে সমবায় এবং আধুনিক শিক্ষার মনোভাবের সাথে যুক্ত এক তরুণ সমবায় নেতৃত্ব দিয়ে সজ্জিত করবে। সমবায় খাত বাড়ার সাথে সাথে দক্ষ মানবসম্পদের চাহিদা বাড়ছে, যা এই বিশ্ববিদ্যালয়টি পূরণ করবে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক এবং ডিপ্লোমা ধারকরা দেশব্যাপী সমবায় সংস্থা এবং সংস্থাগুলিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন।"

শ্রী শাহ আরও জোর দিয়ে বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়টি ভারতকে আন্তর্জাতিক ভ্যালু চেনে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখতে সক্ষম করবে যা সমবায় সংস্কৃতির নতুন যুগ শুরু করবে।এটি উদীয়মান প্রযুক্তির সুবিধাগুলি স্ব-নির্ভরশীল গ্রামীণ ভারতের অনুঘটক হিসাবে কাজ করে সমবায় নীতি ও ক্রিয়াকলাপ প্রচার করবে। এর ফলে, এটি গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করবে, গবেষণা এবং উদ্ভাবনকে বাড়িয়ে তুলবে এবং তৃণমূল পর্যায়ে সমবায় খাতকে শক্তিশালী করবে।

রাজ্যা সভায় সমবায় প্রতিমন্ত্রী শ্রী মুরলিধর মোহোল আলোচনার বিষয়টি সম্বোধন করেন, সমবায় খাতে গতিশীলতা ও স্কেল আনার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর গুরুত্ব তুলে ধরে। তিনি অপারেশনাল অদক্ষতা, পরিচালনায় অনিয়ম এবং প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার সহ খাতটির চ্যালেঞ্জগুলি স্বীকার করেছেন। "এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে, সমবায় খাতের সুযোগ এবং প্রভাব প্রসারিত হবে, স্ব-কর্মসংস্থান এবং উদ্ভাবনের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে। পিএসিএস সচিব থেকে শীর্ষস্থানীয় সমবায় ব্যাংকগুলির এম ডি পর্যন্ত, দক্ষতা বর্ধন এবং পেশাদার প্রশিক্ষণ প্রতিটি স্তরে প্রয়োজনীয়।আনুমানিক ১৭ লক্ষ প্রশিক্ষিত যুবা পরবর্তী পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সমবায় সেক্টরে প্রয়োজন হবে, এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করবে"

ক্রিভকো (ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম সার সমবায়) এবং আন্তর্জাতিক সমবায় জোট-এশিয়া প্যাসিফিকের চেয়ারম্যান ডাঃ চন্দ্রপাল সিং যাদব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রামীণ অর্থনীতি জোরদার করতে এবং ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

◆◆◆

সমবায় খাতে একটি নতুন বিপ্লব: ডাঃ উদয় শঙ্কর অবস্থি

বিশ্বের বৃহত্তম সমবায় সংস্থা ইফকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাঃ উদয় শঙ্কর অবস্থি সমবায় উন্নয়নের জন্য একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসাবে দেশের প্রথম সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত সরকারের এই পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন," ত্রিভুবন সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সমবায় খাতে একটি নতুন বিপ্লব ঘটাবে। এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তটি কেবল গ্রামীণ অর্থনীতিকেই শক্তিশালী করবে না বরং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে এবং আধুনিক শিক্ষা এবং গবেষণার সাথে সমবায় খাতকে সংযুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।"

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় গৃহ ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ডাঃ অবস্থি মন্তব্য করেছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ভারতীয় কৃষি, কৃষক এবং গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য একটি প্রধান পদক্ষেপ। "এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমাদের গ্রামগুলি আরও জোরদার হবে," তিনি উল্লেখ করেছিলেন। তিনি আরও বলেন যে দেশজুড়ে আঞ্চলিক সমবায় স্কুল প্রতিষ্ঠা সার সমবায় সমিতি বিশেষত ইফকোকে

ত্রিভুবন সমবায় খাতে ১৭ লক্ষ দক্ষ পেশাদারদের চাহিদা মেটাতে সহকারি বিশ্ববিদ্যালয়

- ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিএইচডি এবং ম্যানেজমেন্ট কোর্স শীঘ্রই শুরু হবে
- যুব সম্প্রদায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনে যোগদান করবে

সমবায় খাতকে পুনর্নির্মাণ

কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি

দক্ষ কর্মী সমবায় প্রতিষ্ঠা-নগুলির কার্যকারিতা বাড়িয়ে তুলবে

ডিজিটাল উদ্ভাবন

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সমবায় গবেষণার প্রচার

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা

আন্তর্জাতিক মান মেনে চলা প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশ

কৌশলগত বিকাশ

নতুন তহবিল কৌশল তৈরির জন্য সমর্থন

আইনী সহায়

আইনী চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করতে সাহায্য

উন্নয়নের লক্ষ্যগুলির জন্য সমর্থন

সহযোগিতার মাধ্যমে সুস্থায়ি উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন

প্রতিবেদক: সহকার উদয় টিম

সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে ত্রিভুবন সহকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০২৫ পাস হয় যা ভারতের প্রথম সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। এটি সমবায় শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি বড় সংস্কার। একবার শুরু হলে, বিশ্ববিদ্যালয়টি ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিএইচ-ডি এবং ম্যানেজমেন্ট কর্মসূচী সহ বিভিন্ন কোর্স করাবে – এতে যুবারা সমবায় খাতে ক্যারিয়ার তৈরি করতে পারবে।

কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিমন্ত্রী শ্রী মুরলিধর মোহোলের মতে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এবং ভারতের প্রথম সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের নির্দেশনা অনুসারে, সমবায় মন্ত্রক সমবায় আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে বিগত সাড়ে তিন বছরে ব্যাপক সংস্কার করেছে। এই সংস্কারের ফলস্বরূপ, সমবায় খাত আগামী বছরগুলিতে ১৭ লক্ষ দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত পেশাদারদের প্রয়োজন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় সেই চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করবে।

বর্তমানে ভারতে প্রায় ৩০ কোটি সদস্য এবং ৪০ লক্ষেরও বেশি কর্মচারী নিয়ে প্রায় ৮.৪ লক্ষ সমবায় সমিতি রয়েছে। সহকার উদয়ের সাথে কথোপকথনে শ্রী মুরলিধর মোহোল বলেন, "একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ধারণাটি অমিত ভাইয়ের থেকে এসেছে। দেশজুড়ে বিশাল সমবায় নেটওয়ার্ককে সমর্থন করার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকতে হবে। বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে - ডিপ্লোমা, স্নাতক, স্নাতকোত্তর - দক্ষ কর্মী প্রস্তুত করার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা যদি এগিয়ে যেতে চাই তবে আগামীকালের দাবিগুলি পূরণের জন্য আমাদের অবশ্যই আজ প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।"

বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি হাব অ্যান্ড স্পোক মডেলে কাজ করবে, যা সারা দেশে সমবায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করবে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অনুমোদিত হতে পারে এবং কোর্স করাতে পারে। এর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষায় নির্দেশের বিধান। পিএসিএস সেক্রেটারি বা শীর্ষ ব্যাঙ্কের এমডি হোক, বিশ্ববিদ্যালয় সমবায় কাঠামোর মধ্যে প্রতিটি পদের জন্য উপযুক্ত কোর্স এবং ডিগ্রি তৈরি করবে।

নতুন পেশাদারদের প্রস্তুত করার পাশাপাশি, বিশ্ববিদ্যালয়টি ইতিমধ্যে এই সেক্টরে যারা কাজ করছেন তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেবে - পিএসিএসের সচিব থেকে শীর্ষস্থানীয় ব্যাঙ্ক ম্যানেজার - সমস্ত স্তর জুড়ে অবিচ্ছিন্ন দক্ষতা বর্ধন সুনিশ্চিত করবে।

কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিমন্ত্রী শ্রী মুরলিধর মোহোল বলেছেন যে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ত্রিভুবন সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর "সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধি"র দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।দক্ষ কর্মী তৈরির বাইরেও বিশ্ববিদ্যালয়টি যুবাদের

মধ্যে সহযোগিতার চেতনা লালন করতে সাহায্য করবে এবং তাদেরকে সমবায় আন্দোলনের সাথে যুক্ত করার এক গুরুত্বপূর্ণ সেতু হিসাবে কাজ করবে।

শ্রী মোহোল জোর দিয়ে বলেন, "আজ, যে কোনও ক্ষেত্রের জন্য,সে আইটি, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিসিন বা ম্যানেজমেন্ট, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং কাঠামোগত কোর্স উপলব্ধ রয়েছে।এখন অবধি সমবায় খাতের জন্য এ জাতীয় কোনও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিল না। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি সেই চাহিদা পূরণ করবে, তরুণদের দক্ষ করে তুলবে এবং তাদের ভবিষ্যতের সুরক্ষিত করবে।"

তিনি উল্লেখ করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়টি সমবায় দক্ষতা, স্বচ্ছতা, ডিজিটাল উদ্ভাবন, আন্তর্জাতিক মান এবং নতুন তহবিলের কৌশল বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। এই অগ্রগতি সহযোগী সংস্থাগুলিকে সুস্থায়ি বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করবে। পৃথক সমবায় মন্ত্রক প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই খাতটিকে আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য প্রায় ৬০০ টি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা ২০৪৭ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদীর একটি উন্নত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের জন্য অতী গুরুত্বপূর্ণ এবং সমবায় মডেল সেই লক্ষ্যের মূল বিষয়।

বিশ্ববিদ্যালয়টি ইতিমধ্যে সমবায়ে কাজ করা কর্মীদের দক্ষতা বিকাশের দিকেও মনোনিবেশ করে প্রতিটি স্তরে প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি করবে। সমবায় খাতের বিশালতা এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে এর সংযোগ থাকার সুবাদে, এই উদ্যোগটি প্রশিক্ষিত কর্মীদের মাধ্যমে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। শ্রী মোহোল যেমন বলেন, "সমবায় খাতের জন্য এ এক নতুন দিশা নির্দেশ এবং এর প্রসার বাড়াতে সাহায্য করবে।" সরকার খুব শীঘ্রই একাডেমিক এবং প্রশিক্ষণ সেশন শুরু করার চেষ্টা করছে। শ্রী মোহোল জানিয়েছেন যে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো যেমন শিক্ষক এবং নন-একাডেমিক কর্মীরা ইরমা, আনন্দে প্রস্তুত।বিশ্ববিদ্যালয় শীঘ্রই চালু হবে এবং দেশজুড়ে প্রসারিত হবে।

> কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের নির্দেশনায় মন্ত্রালয় সমবায় খাতকে শক্তিশালী করার জন্য গত সাড়ে তিন বছর ধরে ব্যাপক সংস্কার করেছে। এই সংস্কারগুলি আগামী বছরগুলিতে ১৭ লক্ষ দক্ষ পেশাদারদের এক প্রাক্কলিত প্রয়োজন তৈরি করেছে-যা ত্রিভুবন সহকারি বিশ্ববিদ্যালয় পূরণ করতে সক্ষম
>
> - শ্রী মুরলিধর মোহোল, কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিমন্ত্রী

এই উদ্যোগের সমর্থনে, আন্তর্জাতিক সমবায় জোটের (আইসিএ) ডিরেক্টর জেনেরাল জেরোইন ডগলাস মন্তব্য করেন, "এটি এমন একটি পদক্ষেপ যা কেবল ভারতের সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করবে না, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমবায় উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবেও কাজ করবে।"

◆◆◆

রামেশ্বরমের নিউ পাম্বান ব্রিজের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী মোদী

নীল অর্থনীতি উন্নয়নের মূল চালক হবে

সহকার উদয় টিম

- তামিলনাড়ুকে ₹৮,৩০০ কোটি টাকার রেল ও সড়ক প্রকল্প উৎসর্গ
- রাজ্য প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অধীনে উল্লেখযোগ্য সমর্থন পেয়েছে, আধুনিক সুবিধাগুলি জেলেদের ক্ষমতায়িত করেছে

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জোর দিয়ে বলেন যে ভারতের নীল অর্থনীতি জাতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং এই খাতে তামিলনাড়ুর শক্তি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি অর্জন করবে। তামিলনাড়ুর রামেশ্বরামে, ৮,৩০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের বিভিন্ন রেল ও সড়ক প্রকল্পের জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সময় তিনি এই মন্তব্য করেন।

ভারতের দীর্ঘ উপকূলরেখা এবং অভ্যন্তরীণ জল সম্পদের বিশাল সম্ভাবনাকে তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে মৎস্য খাতে উন্নতির প্রচুর সুযোগ রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সামুদ্রিক জেলেদের জীবন উন্নত করতে এবং সারা দেশে মাছ চাষের প্রচারের জন্য একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তিনি আরও বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার তামিলনাড়ুর মৎস্য খাতে পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনা (পিএমএমএসওয়াই)'র অধীনে, রাজ্য গত পাঁচ বছরে যথেষ্ট আর্থিক সহায়তা পেয়েছে, যা সরকারকে জেলেদের আধুনিক সুযোগ -সুবিধাগুলি সরবরাহ করতে সক্ষম করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সামুদ্রিক শৈবাল পার্ক, ফিশিং হারবারস এবং অবতরণ কেন্দ্রগুলিতে কয়েকশ কোটির বিনিয়োগ।

আন্তঃসীমান্ত সমস্যায় ক্ষতিগ্রস্থ জেলেদের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী উল্লেখ করেন যে গত এক দশকে শ্রীলঙ্কা থেকে ৩,৭০০ এরও বেশি ভারতীয় জেলেদের প্রত্যাবাসন করা হয়েছে; এর মধ্যে শুধু গত এক বছরে ৬০০ জনকে ফিরিয়ে আনা হয়। এই বহুমুখী সমর্থন উপকূলীয় সম্প্রদায়গুলিকে ক্ষমতায়নের জন্য, সামুদ্রিক পরিকাঠামোকে আধুনিকীকরণ এবং সুস্থায়ি ও সর্বব্যাপী জাতীয় উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসাবে ভারতের নীল অর্থনীতির সম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে।

রামেশ্বরাম সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রথম উল্লম্ব লিফট সি ব্রিজ-নতুন পাম্বান ব্রিজ-উদ্বোধন করেন এবং রাস্তা ও রেল সেতু থেকে একটি ট্রেন এবং একটি জাহাজ উভয়কেই পতাকাঙ্কিত করে এর অপারেশনাল শুরু চিহ্নিত করেন। ₹৭০০ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে নির্মিত, সেতুটি ২.০৮ কিলোমিটার বিস্তৃত,যার মধ্যে ৯৯ টি স্প্যান এবং একটি ৭২.৫ মিটার দীর্ঘ উল্লম্ব লিফট স্প্যান রয়েছে যা ১৭ মিটার উচ্চতায় উঠে জাহাজ এবং ট্রেনের যাত্রা নিরবচ্ছিন্ন ও মসৃণ করতে করে। ভবিষ্যতের চাহিদা মেটাতে ডিজাইন করা, সেতুটি দ্বৈত রেলওয়ে ট্র্যাক দিয়ে সজ্জিত। প্রধানমন্ত্রী

মোদী রাম নবমীর শুভ উপলক্ষে বক্তব্য রেখে বলেন, তামিলনাড়ুর লোকদের ₹৮,৩০০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প উৎসর্গ করে তিনি সম্মানিত হয়েছেন।

গত দশকে সরকারি সাফল্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "গত দশ বছরে ভারতের অর্থনীতি দ্বিগুণ হয়েছে।এই বৃদ্ধির একটি মূল চালক হল দেশের বিশ্বমানের আধুনিক পরিকাঠামো।" তিনি আলোকপাত করেন যে বিগত দশকে রেলপথ, রাস্তা, বিমানবন্দর, বন্দর, বিদ্যুৎ, জল এবং গ্যাস পাইপলাইনের মতো পরিকাঠামো খাতে বাজেট বরাদ্দে প্রায় ছগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ, মেগা পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি সারা দেশে দ্রুত এগিয়ে চলছে। তিনি আরও যোগ করেন, "যখন ভারতের প্রতিটি কোণা সংযুক্ত হবে, তখন একটি উন্নত জাতি হয়ে ওঠার পথ আরও শক্তিশালী হবে। প্রতিটি রাজ্য যখন দেশের অন্যান্য রাজ্যের সাথে আরও গভীরভাবে সংহত হবে, আমরা দেশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে শুরু করব।"

একটি উন্নত দেশ হওয়ার দিকে ভারতের যাত্রায় তামিলনাড়ুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে তামিলনাড়ুর সম্ভাবনাময় প্রসারের সাথে ভারতের অগ্রগতি আরও গতি অর্জন করবে। গত এক দশকে, কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৪ সালের আগের সময়ের তুলনায় তামিলনাড়ুর উন্নয়নের জন্য তিনগুণ বেশি তহবিল বরাদ্দ করেছে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে তামিলনাড়ুতে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ভারত সরকারের শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকার।গত দশ বছরে, তামিলনাড়ুর রেল বাজেট সাতগুণের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।রাজ্যে রেল প্রকল্পের জন্য বার্ষিক বরাদ্দ ২০১৪ সালের আগে মাত্র ৯০০ কোটি ছিল যা এই বছরে ৬,০০০ কোটি টাকা পেরিয়ে গেছে।সরকার রামেশ্বরাম স্টেশন সহ তামিলনাড়ু জুড়ে ৭৭ টি রেল স্টেশনকে আধুনিকায়ন করছে।

গ্রামীণ রাস্তা এবং মহাসড়কের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে তামিলনাড়ুতে ৪,০০০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মিত হয়েছে। চেন্নাই বন্দর সংযোগকারী এলিভেটেড করিডোরটি পরিকাঠামোগত অগ্রগতির আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

বিগত দশকে, ভারত সামাজিক পরিকাঠামোতে রেকর্ড বিনিয়োগ প্রত্যক্ষ করেছে এবং তামিলনাড়ু এই রূপান্তরের প্রধান সুবিধা পেয়েছে।প্রধান

মন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে, তামিলনাড়ুতে ১২ লক্ষেরও বেশি পাকা বাড়ি ও সারা দেশে ৪ কোটি এরও বেশি পাকা বাড়ি নির্মিত হয়েছে।তামিলনাড়ুতে ১.১১ কোটি পরিবার প্রথমবারের মতো পাইপ চালিত পানীয় জল পান এবং দেশের প্রায় ১২ কোটি গ্রামীণ পরিবার জলের যোগাযোগ পেয়েছে।প্রধানমন্ত্রী-কিসান সম্মান নিধির মাধ্যমে, রাজ্যের ক্ষুদ্র কৃষকরা আর্থিক সহায়তায় প্রায় ১২,০০০ কোটি টাকা পেয়েছেন।অধিকন্তু, তামিলনাড়ুর কৃষকরা এই প্রকল্পের আওতায় ১৪,৮০০ কোটি টাকার দাবী সহ প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার সকল নাগরিকের জন্য গুণমান ও সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আয়ুশমান ভারত প্রকল্পের অধীনে তামিলনাড়ুর ১ কোটিরও বেশি লোক চিকিৎসা পেয়েছে, যার ফলে রাজ্য জুড়ে পরিবারগুলির ₹ ৮,০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।তামিলনাড়ুতেও ১,৪০০ জন ঔষধি কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে ৮০%পর্যন্ত ছাড়ে ওষুধ পাওয়া যায়।এই সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধগুলি রাজ্যে নাগরিকদের প্রায় ৭০০ কোটি টাকা সাশ্রয় করতে সক্ষম করেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার সরকারের সংকল্পকে ব্যক্ত করে পুনরায় আশ্বস্ত করেন যে ভারতীয় যুবাদের ডাক্তারি বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য আর বিদেশে যাওয়ার দরকার নেই।এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তামিলনাড়ুতে ১১ টি নতুন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তামিলনাড়ু সরকারকে তামিল ভাষায় চিকিৎসা শিক্ষার প্রবর্তন করার আহ্বান জানান, যাতে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারের শিশুরা আরও সহজেই চিকিৎসা বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার তৈরি করতে পারে।

পাম্বান ব্রিজ: প্রযুক্তি এবং ঐতিহ্যের সংমিশ্রনের প্রতীক

প্রধানমন্ত্রী মোদী মন্তব্য করেন, "রামেশ্বরমের নতুন পাম্বান ব্রিজটি প্রযুক্তি এবং ঐতিহ্যের সংমিশ্রণের প্রতীক। কয়েক হাজার বছর পুরনো একটি শহর এখন একবিংশ শতাব্দীর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিস্ময়কর কীর্তি দ্বারা সংযুক্ত। এটি ভারতের প্রথম উল্লম্ব লিফট রেলওয়ে সি ব্রিজ, যা স্প্যান জুড়ে দ্রুত রেল ভ্রমণকে সক্ষম করার পাশাপাশি নীচে বড় জাহাজগুলি পাস করতে দেয়"। তিনি আলোকপাত করেন যে এই সেতু তৈরির চাহিদা কয়েক দশক ধরে মুলতুবি ছিল এবং এর সমাপ্তি বাণিজ্য ও ভ্রমণ উভয়কেই বাড়িয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। নতুন পাম্বান ব্রিজ তামিলনাড়ুতে বাণিজ্য ও পর্যটনকে বাড়িয়ে তুলবে বলে আশা

◆◆◆

শ্রী অমিত শাহ ২০২৫ জিসিসিআই ট্রেড এক্সপোতে ভাষণ দেন

আন্তর্জাতিক স্তরে নেতৃত্ব দেওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে ভারত

- প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সব খাতের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে।
- গুজরাট ভারতের বৃদ্ধিতে মূল ভূমিকা পালন করছে, বিশ্ব অর্থনীতির প্রবেশদ্বার হিসাবে এবং বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা নিয়েছে।

সহকার উদয় টিম

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিগত এগারো বছরে ভারত বিশ্বনেতা হওয়ার দিকে প্রতিটি খাতে উল্লেখযোগ্য সংস্কার ও উন্নয়ন-মূলক পদক্ষেপের সূচনা করে। এই বছরগুলি একটি বহুমাত্রিক এবং সামগ্রিক প্রশাসন দ্বারা চিহ্নিত করা হয় যা বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য এনে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় গৃহ ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ গুজরাট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (জিসিসিআই) আয়োজিত বার্ষিক বাণিজ্য এক্সপো ২০২৫'এর উদ্বোধন করার সময় এই উন্নয়নের উপর জোর দেন।

তিনি বলেন যে গুজরাট এখন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ খাতে অগ্রণী হয়ে উঠেছে যা আগামী ২৫ বছরের মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতিকে রূপ দেবে। শ্রী মোদীর নেতৃত্বে, রাজ্যটি রূপান্তরকারী সংস্কার শুরু করেছে যা সমগ্র দেশের জন্য উদাহরণ স্বরূপ। স্মার্ট পরিকাঠামোর ধারণা প্রথম গুজরাটে রূপ নিয়েছিল এবং গুজরাট গ্রামে চব্বিশ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রথম রাজ্য হয়ে ওঠে।গুজরাট বিশ্ব-ব্যাপী আর্থিক লেনদেনের কেন্দ্র হওয়ার উদ্যোগে নেতৃত্ব দিয়েছিল।২০০৯ সালে, গুজরাট গ্রাম পর্যায়ে আন্তঃসংযোগ এবং ডিজিটাল পরিষেবা প্রবর্তন করে ই-গ্রাম প্রকল্প চালু করে।প্রসূতি মৃত্যুহার হ্রাস করার জন্যও রাজ্যটি প্রথম দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছিল। বিশ্বের বৃহত্তম পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি পার্কটি গুজরাটের কচ্ছ অঞ্চলে নির্মিত হচ্ছে এবং বৃহত্তম গ্রিনফিল্ড সিটি - ধোলেরা স্মার্ট সিটি - রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

ভারতের দ্বিতীয় দীর্ঘতম এক্সপ্রেসওয়ে, সুরত-চেন্নাই এক্সপ্রেসওয়ে, গুজরাটে উদ্ভূত। শ্রী শাহ উল্লেখ করেন যে গুজরাটে ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিষেবা কেন্দ্র, গিফট সিটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেশের প্রথম বুলেট ট্রেন প্রকল্পটিও এখানে শুরু হয়েছিল। তিনি আরও যোগ করেন যে প্রথম নমো ভারত র্যাপিড রেলও গুজরাটের মধ্য দিয়ে চলে।

সময়ের চাহিদা পূরণ: ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির ভূমিকা

শ্রী অমিত শাহ জোর দিয়ে বলেন যে ভবিষ্যতে প্রাসঙ্গিক থাকার জন্য, চেম্বার অফ কমার্স কেবল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যাওয়াই উচিত নয়, শিল্প, তরুণ উদ্যোক্তা এবং শিল্পপতিদের এই খাতে পা রাখার জন্য একটি স্থায়ী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা উচিত। তিনি পরামর্শ দেন যে চেম্বার কর্মকর্তারা পরবর্তী ২৫ বছরের জন্য চেম্বারের প্রাসঙ্গিকতা এবং গুরুত্ব নিশ্চিত করে এমন একটি কাঠামো তৈরি করতে পেশাদারদের সাথে সহযোগিতা করুন। শ্রী শাহ আরও উল্লেখ করেন যে সরকার, নতুন উদ্যোক্তা, যুবা এবং ব্যবসায়ের বিকাশে ইচ্ছুক মানুষের মধ্যে সেতু হিসাবে কাজ করে, চেম্বার তার ভূমিকা এবং প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তুলতে পারে।

গুজরাটের বিকাশে জিসিসিআই-য়ের উল্লেখযোগ্য অবদান

শ্রী শাহ গুজরাট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (জিসিসিআই)কে বিশ্বের যে কোনও জায়গায় ব্যবসা করার জন্য উদ্যোগ, সাহস এবং উৎসাহের মনোভাব নিয়ে অনুপ্রাণিত করার স্বীকৃতি দিয়েছেন। গত ৭৫ বছর ধরে, চেম্বার এই ঐতিহ্যকে সমর্থন করে, সরকারের সাথে কথোপকথন বজায় রেখেছে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে মানুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রী শাহ আলোকপাত করেন যে ৭৫ বছর আগে কস্তুরবাই শেঠের নেতৃত্বে জিসিসিআইয়ের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল এবং তার পর থেকে এটি গুজরাটের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি পরামর্শ দেন যে চেম্বার এখন পরবর্তী ২৫ বছরের একটি রোডম্যাপ প্রস্তুত করবে, যার লক্ষ্য হবে রাষ্ট্রের বৃদ্ধিতে আরও বেশি অবদান রাখা।

সরকার, ছোট শিল্প এবং যুবাদের মধ্যে একটি সেতু হিসাবে জিসিসিআই

শ্রী শাহ গুজরাটের যুবাদের শিল্প উদ্যোগী চেতনা উৎসাহ ও সমর্থন করার পরিকল্পনা বিকাশে চেম্বারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি আলোকপাত করেন যে মাইক্রো, ছোট এবং মাঝারি উদ্যোগগুলি (এমএসএমই) দেশের বৃহত্তম সম্পদ এবং অনেক শিল্প ছোট উদ্যোগ হিসাবে শুরু হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে গুজরাটের ক্ষুদ্র শিল্পগুলি দেশের শিল্প বিকাশে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। শ্রী শাহ জিসিসিআইকে ছোট শিল্পের ঐতিহ্যকে স্টার্টআপসের সাথে আধুনিকীকরণ ও সংযুক্ত করতে, যুবাদের জন্য একটি বিস্তৃত ব্যবস্থা তৈরি করতে এবং সরকার, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং উদ্যোগী যুবাদের মধ্যে একটি সেতু হিসাবে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করেন।

শ্রী শাহ উল্লেখ করেন যে জিসিসিআই "গুজরাটের জন্য বিশ্বব্যাপী উচ্চাকাঙ্ক্ষা"র দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগোচ্ছে। বিভিন্ন সেক্টর এবং উদ্ভাবন থেকে ৩০০ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে ২০২৫ জিসিসিআই এক্সপোতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত, জিসিসিআই গুজরাটের বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।৭৫ টিরও বেশি প্রতিষ্ঠান এবং ২,৫০,০০০ এরও বেশি ছোট শিল্প সংস্থা এর সাথে যুক্ত ।পরিশ্রমী চেষ্টার মাধ্যমে, জিসিসিআই "ব্যবসার বৃদ্ধি এবং গুজরাটের রূপান্তর" মন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সাথে দুর্দান্ত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছে। তিনি গুজরাটের বিশ্বব্যাপী সাফল্যে জিসিসিআইয়ের প্রধান ভূমিকারও কৃতিত্ব দেন এবং উল্লেখ করেন যে ২০০১ সালের ভূমিকম্প থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে অগ্রণী শিল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে গুজরাটের যাত্রায় চেম্বার একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছে।

শক্তিশালী শিল্প পরিকাঠামো, প্রগতিশীল নীতি এবং একটি শিল্প-বান্ধব প্রশাসনের সাথে গুজরাট ভারতের শিল্প ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

শ্রী অমিত শাহ আলোকপাত করেন যে গুজরাট একটি বিস্তৃত এবং সমৃদ্ধ শিল্প বাস্তুসংস্থান, যা ঐতিহ্যবাহী শিল্প থেকে শুরু করে নিত্য নতুন প্রযুক্তি, আই টি, পরিকাঠামো, এমএসএমই, স্টার্টআপ এবং পাইওনিয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ পর্যন্ত খাতগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। রাজ্যটি ব্যবসায়ের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ দেয়, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং শ্রম ধর্মঘট থেকে মুক্ত - এমন একটি পরিবেশ যা বিনিয়োগকারী এবং উদ্যোক্তাদের দ্বারা অত্যন্ত প্রশংসিত। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের নেতৃত্বে বর্তমান রাজ্য সরকার দৃঢ়ভাবে এই ঐতিহ্যকে সমর্থন করছে। শ্রী শাহ স্মরণ করিয়ে দেন যে শ্রী নরেন্দ্র মোদীর গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন, রাজ্য সরকার গুজরাট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (জিসিসিআই) সাথে অর্থবহ কথোপকথনের মাধ্যমে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং ছোট উদ্যোক্তাদের কথা বিবেচনা করে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।তিনি বলেন, এই সর্বব্যাপী পদ্ধতিটি কেবলমাত্র বর্তমান প্রশাসনের অধীনে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে শ্রী মোদী একটি মৌলিক নীতি তৈরি করেছিলেন: শক্তিশালী পরিকাঠামো অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে এবং একটি শক্তিশালী অর্থনীতি স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি নাগরিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে। এই দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি যা গুজরাটকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির প্রবেশদ্বার হয়ে উঠতে সক্ষম করে ভারতের সামগ্রিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

◆◆◆

প্রধানমন্ত্রী নাগপুরে মাধব নেত্রালয়ের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে সম্বোধন করেন

উচ্চমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া মোদী সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার

সহকার উদয় টিম

প্রতিটি নাগরিককে উচ্চমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকার। এটি নিশ্চিত করে যে দরিদ্রতম ব্যক্তিও সর্বোত্তম সম্ভাব্য চিকিৎসার সুযোগ পান। আয়ুষ্মান ভারত যোজনার অধীনে নিখরচায় চিকিৎসার মতো উদ্যোগ এবং জন ঔষধি কেন্দ্রদের মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধ এই দিকের মূল পদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মহারাষ্ট্রের নাগপুরে মাধব নেত্রালয় প্রিমিয়াম কেন্দ্রের শিলান্যাসের সময় এই প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেন।

নাগপুর-ভিত্তিক মাধব নেত্রালয় কয়েক দশক ধরে লক্ষ লক্ষ লোকের সেবার মাধ্যমে অগণিত ব্যক্তির জীবনে আলো এনেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কর্তৃক নির্ধারিত শিলান্যাসের মাধ্যমে এখন তাদের পরিষেবা সম্প্রসারণের জন্য একটি নতুন কমপ্লেক্স তৈরি করা হচ্ছে।

এই উপলক্ষে, প্রধানমন্ত্রী আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন যে এই সম্প্রসারণ আরও হাজার হাজার মানুষের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনবে এবং অন্ধকারে আশার আলো নিয়ে আসবে।তিনি মাধব নেত্রালয়ের সাথে যুক্ত প্রত্যেকের প্রশংসা করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে তাদের প্রচেষ্টা ভারতের বিস্তৃত স্বাস্থ্যসে-বা খাতের অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রী গত এক দশক ধরে দেশের গ্রামে গ্রামে লক্ষ লক্ষ আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির প্রতিষ্ঠার কথাও তুলে ধরেন।তিনি উল্লেখ করেন,এই কেন্দ্রগুলি টেলিমেডি-সিনের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে যার ফলে বেসিক মেডিকেল চেকআপগুলির জন্য দীর্ঘ দূরত্বে ভ্রমণ করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

■ আয়ুষ্মান ভারত এবং জন ঔষধি কেন্দ্র স্বল্প আয়ের নাগরিকদের উপকৃত করছে

মেডিকেল কলেজের সংখ্যা দ্বিগুণ করার এবং দেশজুড়ে এআইএমএসের সংখ্যা তিনগুণ বাড়ানোর লক্ষ্যের উপর জোর দিয়ে শ্রী মোদী জানান যে ভবিষ্যতে দক্ষ চিকিৎসকদের একটি বৃহত্তর পুল বানাতে মেডিকেল আসনের সংখ্যাও দ্বিগুণ করা হয়েছে।তিনি আলোকপাত করেন যে মেডিকেল শিক্ষার্থীরা এখন তাদের স্থানীয় ভাষায় অধ্যয়নের সুযোগ পাচ্ছে।আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির পাশাপাশি ভারতও এর ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান প্রচার কর-ছে।ভারতের যোগব্যায়াম এবং আয়ুর্বেদকে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে এই অনুশীলনগুলি বিশ্ব মঞ্চে ভারতের প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তুলছে।

মাধব নেত্রালয়ের নতুন ক্যাম্পাস শুরু করার দৃষ্টিভঙ্গি ও দিশানির্দেশের মধ্যে স্বাভাবিক যোগ সম্পর্কে মন্তব্য করে শ্রী মোদী জীবনে দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলতে বেদের উক্তি "পশ্যেম শারাদাহ শতম" করেন যার অর্থ "আমরা যেন একশো বছর দেখতে সক্ষম হই।" তিনি ব্যাখ্যা করেন যে এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়কেই সক্ষম করে। তিনি বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির উদাহরণ হিসাবে মাধব নেত্রালয় এবং অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গির উদাহরণ হিসাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়মসেবক সংঘ(আরএসএস)এর মধ্যে একটি সমান্তরের কথা বলেন, যা সংঘকে সেবার সমার্থক করে তুলেছে।

প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করে জোর দিয়ে বলেন যে জীবনের উদ্দেশ্য হল সেবা এবং পরার্থপরতা। যখন সেবা মূল্যবোধের সাথে জুড়ে যায়, তখন তা ভক্তি হয়ে যায়। তিনি বলেন যে জীবনের তাৎপর্য তার সময়কালে নয় বরং এর উপযোগিতায় রয়েছে। শ্রী মোদী 'আমি'র উর্ধ্বে "আমরা-"র উপর জোর দেওয়া এবং সমস্ত নীতি ও সিদ্ধান্তে দেশকে প্রথম রাখার গুরুত্বের উপর জোর দেন। তিনি উল্লেখ করেন যে এই পদ্ধতির সারা দেশে ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। তিনি উপনিবেশিক যুগের মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে দেশকে সবরকম শৃঙ্খল কাটিয়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দেন।

শ্রী মোদী বলেন,"ভারতের 'বসুধৈব কুটুম্বাকাম'এর নীতি - বিশ্ব একটি পরিবার - বিশ্বের প্রতিটি কোণে পৌঁছেছে এবং ভারতের কাজেও তা প্রতিফলিত হয়েছে।কোভিড -১৯ মহামারী চলাকালীন, ভারত এক পরিবারের অংশ হিসাবে বিশ্বকে ভ্যাকসিন সরবরাহ করেছিল।অপারেশন ব্রহ্মা সাম্প্রতিককালে মায়ানমার, তুর্কিয়ে এবং নেপালে ভূমিকম্পের সময় এবং মালদ্বীপের জলের সঙ্কটের সময় দ্রুত ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছিল।অন্যান্য দেশে সংঘর্ষের সময় নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্বের এই ধারণাটি ভারতের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ থেকে উদ্ভূত।"

> "শ্রী মোদী আরও যোগ করেন, "কোনও নাগরিককে মর্যাদাপূর্ণ জীবন অস্বীকার করা উচিত নয়। প্রবীণ নাগরিক যারা দেশের প্রতি তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদেরকে চিকিৎসার বিষয়ে চিন্তা করা উচিত নয়।" তিনি আলোকপাত করেন যে আয়ুষ্মান ভারত সবথেকে বেশি দুর্বলদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করে লক্ষ লক্ষ নাগরিককে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছে।"
>
> **শ্রী নরেন্দ্র মোদী**
>
> **প্রধানমন্ত্রী**

ভারতের যুবাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসাবে বর্ণনা করে, আত্মবিশ্বাসি এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতার সাথে, প্রধানমন্ত্রী উদ্ভাবন, স্টার্টআপ এবং ভারতের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাদের উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা বলেছেন।

◆◆◆

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ মধ্য প্রদেশে সিআরপিএফ ডে প্যারেডকে সম্বোধন করেন

সিআরপিএফের কোবরা ব্যাটালিয়ন দেখে নক্সা-লরা কাঁপছে: শ্রী অমিত শাহ

সহকার উদয় টিম

সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স অফ ইন্ডিয়া (সিআরপিএফ) দিবসে আয়োজিত প্যারেডে তাঁর অংশগ্রহণের পরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেন যে সরকার দেশকে নকশাল সমস্যা থেকে মুক্ত করতে পুরোপুরি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি ঘোষণা করেন যে ২০২৬ সালের ৩১শে মার্চ এর মধ্যে ভারত নকশালবাদ থেকে মুক্তি পাবে।

সিআরপিএফ কর্মীদের প্রশংসা করে শ্রী শাহ উল্লেখ করেন যে কোবরা ব্যাটালিয়ন দেখে নকশালীরা কাঁপছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে "ডাবল ইঞ্জিন সরকার" নকশালবাদ সম্পূর্ণ নির্মূল করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

শ্রী শাহ জোর দেন যে এর পুনরুত্থান রোধে নকশালদের মূল থেকে নির্মূল করা অপরিহার্য, কারণ এরা ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে বহু প্রজন্ম ধরে ধ্বংস লীলা চালিয়েছে। তিনি আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে বলেন যে ২০২৬ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে ছত্তিসগড় সহ দেশজুড়ে নকশালরা অতীতের একটি বিষয় হয়ে উঠবে।

নকশাল-আক্রান্ত অঞ্চলে সরকারী কল্যাণ প্রকল্প 'নিয়াদ নেল্লানার' উদ্যোগের অধীনে তিনি নির্দেশ দেন যে সুরক্ষা বাহিনী শিবিরগুলির ব্যাসার্ধ এই অঞ্চলগুলিতে উন্নয়নের সমান সুযোগ নিশ্চিত করে ৫ কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে ১০ কিলোমিটার প্রসারিত করা হবে।

শ্রী শাহ আলোকপাত করেন যে বাস্তার এখন উন্নয়ন, বিশ্বাস এবং বিজয়ের চেতনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এখানে আর ভয় নয়, প্রতিশ্রুত ভবিষ্যতের কথা হয়।তিনি এক বদলে যাওয়া বাস্তার কল্পনা করেন যেখানে সুকমা থেকে যুবারা পরিদর্শক হয়ে ওঠেন,ব্যারিস্টাররা বাস্তার থেকে, ডাক্তাররা দন্তেওয়াড়া থেকে এবং কাঙ্কের জেলা থেকে মেধাবী কালেক্টর উঠে আসেন।

- সিআরপিএফ দেশজুড়ে নকশালবাদ নির্মূলে মূল ভূমিকা পালন করবে
- ভারত ৩১ মার্চ, ২০২৬ এর মধ্যে নকশাল মুক্ত হতে হবে: শ্রী অমিত শাহ

তিনি স্থানীয় জনগণকে উন্নয়নের স্বপ্ন উপলব্ধি করার জন্য আন্তরিক ও নির্ভীক প্রচেষ্টা করতে উৎসাহিত করেন, তাদের আশ্বাস দেন যে মোদী সরকারের অধীনে কাউকে ভয়ে বেঁচে থাকার দরকার নেই। যারা বুঝতে পেরেছেন যে উন্নয়নের জন্য বন্দুক নয়, কম্পিউটার প্রয়োজন এবং গ্রেনেড বা এলইডি লাইট নয়, কলম প্রয়োজন, তারা আত্মসমর্পণ করেছে।

এ বছর এখনও অবধি, **৫২১ নকশালীয়রা আত্মসমর্পণ করেছে, ২০২৪ সালে ৮৮১**'র তুলনায়। অতীতে, রাজনৈতিক সমাবেশ ও সভাগুলি নকশালদের হুমকির কারণে বাধা পেত। তবে আজ ৫০,০০০ উপজাতি পুরুষ ও মহিলাদের অংশগ্রহণ নিয়ে বাস্তার পান্ডুম মহোতসব উদযাপিত হচ্ছে।

যেখানে একদা বন্দুকের শব্দ প্রতিধ্বনিত হত,এখন উন্নয়ন যন্ত্রপাতির মন্দ্র আওয়াজ শোনা যায়। যেখানে গ্রামগুলি একবার পরিত্যক্ত ছিল, সেখানে এখন স্কুলের ঘন্টা বাজছে।রাস্তা, যা একসময় কেবল স্বপ্ন ছিল, এখন মহাসড়ক হয়ে উঠছে। এবং যেখানে বাচ্চারা স্কুলে যেতে ভয় পেত, তারা এখন কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশ্বের সাথে সংযোগ স্থাপন করছে। ◆◆◆

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী উদীয়মান ভারত শীর্ষ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার পথে ভারত

সহকার উদয় টিম

আন্তর্জাতিক মহল ভারতের ওপর বিশেষ নজর রেখেছে এবং তাদের প্রত্যাশা বেড়ে চলেছে।মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে, ভারত একাদশতম বৃহত্তম অর্থনীতি থেকে পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠেছে।অসংখ্য আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও, ভারত গত দশকে আন্তর্জাতিক হারের চেয়ে দ্বিগুণ হারে বেড়ে আকারে দ্বিগুণ হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে।এই মন্তব্যগুলি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নয়াদিল্লির ভারত মন্ডপমে অনুষ্ঠিত 'উদীয়মান ভারত শীর্ষ সম্মেলন'এ করেন। তিনি আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন যে খুব শীঘ্রই ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার পথে রয়েছে।

তিনি বলেন, এই অসাধারণ অগ্রগতি ভারতের যুবাদের সদিচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। শ্রী মোদী ২০৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতের উন্নয়নের রোডম্যাপটি তুলে ধরেন, যা তরুণ ভারতীয়দের স্বপ্ন, দৃঢ় সংকল্প এবং আবেগের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে দেশকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরিত করবে। তিনি উল্লেখ করেন যে এই আলোচনা এবং সম্মিলিত চিন্তাভাবনা অমৃত কাল প্রজন্মের জন্য শক্তি, দিকনির্দেশ এবং গতি সরবরাহ করে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি তৈরি করবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে ভারত অবিরাম দৃঢ়তা এবং অটল প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। তিনি আলোকপাত করেন যে নতুন বছরের প্রথম ১০০ দিনের মধ্যে সরকার মূল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা দেশের যুবাদের আকাঙ্ক্ষা এবং ভবিষ্যতের একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছে। উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলির মধ্যে হল তরুণ পেশাদার এবং উদ্যোক্তাদের প্রত্যক্ষ সুবিধা প্রদান করে ₹ ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করের অপসারণ। শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারত ১০,০০০টি নতুন মেডিকেল সিট এবং আইআইটিতে ৬,৫০০টি নতুন আসন যুক্ত করেছে।

- ভারতীয় অর্থনীতি বিশ্ব অর্থনীতির চেয়ে দ্বিগুণ হারে বেড়ে আকারে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে
- যুবাদের ক্ষমতায়নের জন্য ১০,০০০ নতুন প্রধানমন্ত্রী গবেষণা ফেলোশিপ

এছাড়াও, ৫০,০০০ নতুন অটল টিঙ্কারিং ল্যাব স্থাপন দেশ জুড়ে উদ্ভাবন ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করছে।প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং দক্ষতা বিকাশের জন্য সেন্টার অফ এক্সেলেন্স কেন্দ্রগুলি তৈরির কথাও উল্লেখ করেন যা তরুণ ভারতীয়দের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ করে দেয়।তিনি একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্বকে সমর্থন করার জন্য ১০,০০০ নতুন প্রধানমন্ত্রী গবেষণা ফেলোশিপ ঘোষণা করেন।

নিরন্তর উদ্ভাবনের জন্য দেশকে উৎসাহিত করে তিনি প্রকাশ করেন যে মহাকাশ খাতের মতোই সরকার এখন পারমাণবিক শক্তি খাতটিও খোলার পরিকল্পনা করে এর বাধাগুলি অপসারণ এবং বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার পরিকল্পনা করেছে।তিনি গিগ অর্থনীতিতে নিযুক্ত যুবাদের জন্য একটি সামাজিক সুরক্ষা কাঠামোও চালু করেন। সর্বব্যাপী প্রচারের জন্য, শ্রী মোদী এসসি/এসটি এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য ₹২ কোটি অবধি মেয়াদী ঋণের উপর জোর দিয়ে উল্লেখ করেন যে সর্বব্যাপ্ততা কেবল একটি প্রতিশ্রুতি নয় বরং একটি সক্রিয় নীতি।তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন যে গত ১০০ দিনের সাফল্যগুলি প্রমাণ করে যে ভারত সত্যই অদম্য, অবিচল এবং অগ্রগতির যাত্রায় অটল।

১ বিলিয়ন টন (১০,০০০ লক্ষ টন) রেকর্ড ব্রেকিং কয়লা উৎপাদন এবং জাতীয় খনিজ মিশনের প্রবর্তনকে তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারী কর্মচারীদের জন্য অষ্টম বেতন কমিশন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেন।

◆◆◆

শ্রী অমিত শাহ ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল নিয়ে সংসদে বক্তব্য রাখেন, ২০২৫

ওয়াকফ ঘোষণা করে কেউ জমি দখল করতে সক্ষম হবে না

সহকার উদয় টিম

সংসদ গৃহীত ওয়াকফ(সংশোধন)আইনের বিধানের অধীনে, অমুসলিম সদস্যরা ওয়াকফ বোর্ডে ধর্মীয় অনুদানের সম্পর্কিত বিষয়ে জড়িত হবে না। বোর্ডে নিযুক্ত যে কোনও অমুসলিম সদস্য ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নেবেন না। পরিবর্তে, তাদের ভূমিকা প্রশাসনিক হবে।

দাতব্য কমিশনার, যিনি যে কোনও ধর্মে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে,দাতব্য আইন অনুসারে বোর্ডের কাজ সুনিশ্চিত করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। এই ভূমিকাটি ধার্মিক নয়, কঠোরভাবে প্রশাসনিক।ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৫ এবং মুসলিম ওয়াকফ(বাতিল)বিল, ২০২৪, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ এই বিষয়ে লোকসভায় আলোচনার সময় এই বিষয়গুলি স্পষ্ট করে প্রশাসনিক তদারকি ও ধর্মীয় বিষয়গুলির মধ্যে পার্থক্যের উপর জোর দেন। সংসদের উভয় হাউসের অনুমোদনের পরে, বিলটি এখন আইন হয়ে উঠেছে এবং এটি সারা দেশে কার্যকর।

শ্রী অমিত শাহ, স্পষ্ট করে জানান যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিষয়ে বা তাদের প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্টগুলিতে ,যেমন ওয়াকফ, সরকারের হস্তক্ষেপ করার কোনও ইচ্ছা নেই। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে মুতাওয়াল্লি, ওয়াকিফ এবং ওয়াকফ ট্রাস্টিদের মতো ভূমিকা মুসলমানরা একচেটিয়াভাবে পালন করতে থাকবে।তবে সরকার নিশ্চিত করবে যে ওয়াকফ সম্পত্তিগুলি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করা হচ্ছে।

শ্রী শাহ উল্লেখ করেন যে ২০১৩ সালে যদি ওয়াকফ আইনটি সংশোধন না করা হয় তবে এই নতুন আইনটির কোনও প্রয়োজন হত না। তিনি আলোকপাত করেন যে ২০১৩ সালে,দিল্লির লুটিয়েন জোনে অবস্থিত ১২৩টি ভিভিআইপি সম্পত্তি রাতারাতি ওয়াকফে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

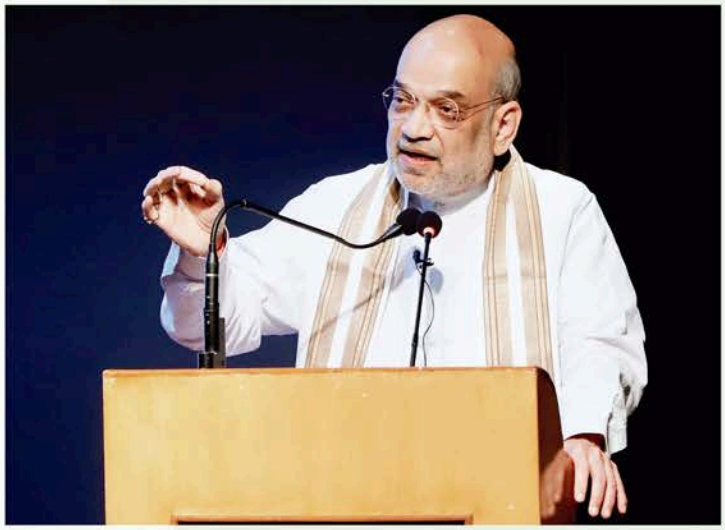

- ওয়াকফ বোর্ডের অমুসলিম সদস্যরা ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকবেন না
- নিছক ঘোষণার মাধ্যমে জমি ওয়াকফ হয়ে উঠবে না; শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি দান করা যেতে পারে

তিনি আরও ভাগ করে নেন যে ১৯১৩ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত ওয়াকফ বোর্ডের অধীনে মোট জমি ছিল ১৮ লক্ষ একর।২০১৩ এবং ২০২৫ এর মধ্যে এই সংখ্যা ২১ লক্ষ একরে পৌঁছেছে।অধিকন্তু, ২০,০০০ ওয়াকফ প্রোপার্টিগুলি ইজারা দেওয়া হয়, তবে ২০২৫ সালের মধ্যে সরকারী রেকর্ডগুলিতে এই সম্পত্তিগুলির অস্তিত্ব ছিল না, যা ইঙ্গিত করে যে তারা বিক্রি হয়ে গেছে।

ওয়াকফ(সংশোধন)বিল,২০২৫ সংসদের উভয় সভাতে এবং রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদি মুরমুর সম্মতি নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আইন হয়ে উঠেছে।এটি এখন ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন,২০২৫ হিসাবে স্বীকৃত এবং এটি ৮ই এপ্রিল,২০২৫ থেকে দেশব্যাপী কার্যকর করা হয়েছে।এই আইনটি ভূমির অধিকার রক্ষা এবং অপব্যবহার রোধ করবে।নতুন আইনের অধীনে,কোনও জমি কেবল মৌখিক বা লিখিত ঘোষণার মাধ্যমে ওয়াকফ হিসাবে ঘোষণা করা যায় না।কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তি অনুদান দেওয়া যেতে পারে - সরকারী জমি বা অন্যের সম্পত্তি ওয়াকফ হিসাবে দান করা যাবে না।

ওয়াকফ হিসাবে একতরফা সম্পত্তি ঘোষণা করার অধিকার বাতিল করা হয়েছে।এখন, এই

জাতীয় ঘোষণাগুলি অবশ্যই স্থানীয় জেলা কালেক্টর দ্বারা যাচাই ও অনুমোদিত হতে হবে।অতিরিক্তভাবে, কোনও নতুন ওয়াকফ ট্রাস্টকে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিবন্ধিত করতে হবে।আইনটি ওয়াকফ আইন কাঠামো ব্যবহার না করেই মুসলমানদের ট্রাস্ট আইনের অধীনে তাদের ট্রাস্টগুলি নিবন্ধ করার বিকল্পও সরবরাহ করে।

এই আইনটি বিকাশের জন্য একটি যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়।কমিটিটি ১১৩ ঘন্টা সময় ব্যয়ে ৩৮টি সভা করে এবং ২৮৪ জন স্বত্বাধিকারিদের সাথে পরামর্শ করেছে।এটি দেশজুড়ে প্রায় এক কোটি অনলাইন পরামর্শ পেয়েছিল, এগুলি সমস্তই আইনটি চূড়ান্ত করার আগে মনোযোগের সাথে পর্যালোচনা করা হয়েছিল।

আলোচনার সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ স্পষ্ট করে দেন যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনায় অমুসলিম নিয়োগের কোনও বিধান নেই বা সরকার এই জাতীয় বিধান প্রবর্তনের ইচ্ছাও করে না। তিনি ভুল তথ্য ছড়াবার জন্য বিরোধীদের সমালোচনা করেন এবং উল্লেখ করেন যে বিলটি মুসলমানদের ধর্মীয় অভ্যাস বা তাদের দান করা সম্পত্তিগুলিতে হস্তক্ষেপের লক্ষ্যে নয়।

শ্রী শাহ জোর দেন যে ওয়াকফ বোর্ড বা এর সাথে সম্পর্কিত সংস্থাগুলিতে নিযুক্ত কোনও অমুসলিম সদস্য ধর্মীয় বিষয়ে কোনও ভূমিকা রাখবেন না। আইনী পদ্ধতি অনুসারে প্রশাসনিক ও অনুদান সম্পর্কিত বিষয়গুলি পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করার মধ্যে তাদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকবে।

তিনি আরও বলেন যে ওয়াকফ বোর্ডের প্রাথমিক কর্তব্য হল ওয়াকফ সম্পত্তিগুলির অবৈধ বিক্রয়ের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।এটি তাদের লক্ষ্য করা উচিত যারা অন্যায়ভাবে কম হারে অত্যন্ত দীর্ঘ সময়কালের জন্য ওয়াকফ সম্পত্তি ইজারা দিয়েছেন। শ্রী শাহের মতে, ওয়াকফ তহবিলের উদ্দেশ্য হল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে উন্নীত করা এবং ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করা।তিনি বলেন যে এই তহবিলের অপব্যবহার রোধ করতে ওয়াকফ বোর্ডের ভূমিকা অবশ্যই থাকতে হবে।

শ্রী অমিত শাহ জানান যে দিল্লি ওয়াকফ বোর্ড উত্তর রেলয়ের জমি ওয়াকফে স্থানান্তর করেছে।

সামাজিক ন্যায়বিচারের একটি নতুন যুগের শুরু: প্রধানমন্ত্রী মোদী

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেন যে ওয়াকফ(সংশোধন)আইন, ২০২৫ ভারতে সামাজিক ন্যায়বিচারের নতুন যুগের সূচনা করবে। সংসদের উভয় সভায় ওয়াকফ (সংশোধন) বিল এবং মুসলিম ওয়াকফ(বাতিল)বিল পাস করার পরে, প্রধানমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স'এ তাঁর চিন্তাভাবনাগুলি ভাগ করে নেন, "সংসদের উভয় সভায় এই বিলগুলির পাস করা আমাদের দেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক।এটি আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা এবং সর্বব্যাপী বিকাশের প্রতি আমাদের সম্মিলিত উৎসর্গকে প্রতিফলিত করে।এই সংস্কারটি বিশেষত যারা দীর্ঘকাল প্রান্তিক হয়ে পড়েছে, যাদের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না এবং যাদের ন্যায্য সুযোগ অস্বীকার করা হয়েছে তাদের বিশেষত উপকার করবে।"

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর বক্তব্যে বলেন যে কয়েক দশক ধরে ওয়াকফ সিস্টেমে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার অভাব ছিল, যা মূলত মুসলিম মহিলা, দরিদ্র এবং পাসমান্দা মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যদের উপর প্রভাব ফেলেছিল। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে সংসদ কর্তৃক গৃহীত নতুন বিলটি কেবল স্বচ্ছতা বাড়িয়ে তুলবে না, জনগণের অধিকারকেও সুরক্ষিত করবে।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে এই আইনটি একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা চিহ্নিত করেছে - এটি সমসাময়িক মূল্যবোধের সাথে একত্রিত এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতিতে দৃঢ়ভাবে জড়িত। তিনি প্রতিটি নাগরিকের মর্যাদাকে অগ্রাধিকার দেওয়া সুনিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনরায় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, এই পদক্ষেপটি আরও ক্ষমতায়িত, সর্বব্যাপী এবং সহানুভূতিশীল ভারত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ।

হিমাচল প্রদেশে, ওয়াকফ সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করা জমিতে একটি অবৈধ মসজিদ নির্মিত হয়। তদ্ব্যতীত, তামিলনাড়ুর ১,৫০০ বছর পুরানো তিরুচেন্দুর মন্দির থেকে ৪০০ একর জমি ওয়াকফ সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

শ্রী শাহ আরও একটি কর্ণাটক কমিটির প্রতিবেদন তুলে ধরেন, যা প্রকাশ করেছে যে ২৯,০০০ একর ওয়াকফ জমি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ইজারা দেওয়া হয়। ২০০১ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে, ২ লক্ষ কোটি টাকার ওয়াকফ সম্পত্তি ১০০ বছরের ইজারাতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়া হয়।বেঙ্গালুরু উচ্চ আদালতকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হয়, যার ফলে ৬০২ একর জমি অধিগ্রহণ বন্ধ হয়।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে কর্ণাটকের বিজয়পুরের হোনভাদ গ্রামে বিতর্কিত ১,৫০০ একর জমি প্রতি মাসে মাত্র ১২,০০০ টাকায় পাঁচতারা হোটেলকে ইজারা দেওয়া হয়েছিল।

শ্রী শাহ জোর দিয়ে বলেন যে সমস্ত ওয়াকফ তহবিল ধনী ব্যক্তিদের সমৃদ্ধ করার জন্য নয়, দরিদ্র মুসলমানদের কল্যাণে ব্যবহার করা উচিত। এই তহবিলগুলি অবশ্যই দরিদ্র মুসলমানদের সাহায্য করা, তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের সহায়তা করা, অনাথ শিশু, বেকার মানুষদের সাহায্য করা এবং তাদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া। তিনি উল্লেখ করেন যে ওয়াকফের কোটি কোটি টাকার জমি রয়েছে, তবে এর আয় বর্তমানে মাত্র ১২৬ কোটি টাকা।

◆◆◆

ত্রিভুবন সহকারি বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের সমবায় আন্দোলনকে উজ্জ্বল করবে

শ্রী দিলিপ সাঙ্ঘানি

ভারতে সমবায় আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার এবং যুবাদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সরকার ত্রিভুবন সহকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে।লোকসভা এবং রাজ্যসভা উভয়ই বিলটি পাস হওয়ার সাথে সাথে এই দৃষ্টিভঙ্গি এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

সমবায় শিক্ষা, গবেষণা এবং প্রশিক্ষণকে এগিয়ে নিতে বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এটি সমবায় খাতের পেশাদারিত্ব এবং কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলবে এবং দেশে সমবায় আন্দোলনের বিকাশে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক চিহ্নিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানটি সমবায় সংস্থাগুলির কার্যকারিতা আধুনিক এবং পেশাদার করে সমবায় শিক্ষাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। এটি তরুণদের একটি সুরক্ষিত এবং বিকল্প ক্যারিয়ারের পথও দেখাবে। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা সহ স্নাতকদের সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, এটি যুবাদের জন্য একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ক্যারিয়ারের বিকল্প হিসাবে তৈরি করবে।

সমবায় ম্যানেজমেন্ট, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, সমবায় বিপণন, ডিজিটাল সমবায় এবং আরও অনেক কিছুর মতো ক্ষেত্রগুলিতে যুবাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিশ্ববিদ্যালয়টি সমবায় খাতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেবে।পেশাদার প্রশিক্ষণ এবং নিত্য নতুন গবেষণার মাধ্যমে এর লক্ষ্য সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও দক্ষ, প্রতিযোগি এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করা।

ডিজিটাল সরঞ্জাম, ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহ আধুনিক প্রযুক্তির সংহতকরণ সমবায় কাজকর্মকে রূপান্তর করতে এবং তাদের বর্তমান আন্তর্জাতিক মানের সাথে যুক্ত করতে সাহায্য করবে।আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতা করে, বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক ভারতীয় সমবায় খাতকে প্রতিযোগি করার জন্য কাজ করবে।

সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ত্রিভুবন সহকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন রাজ্য এবং দেশের সমবায় নীতি অধ্যয়নে মনোনিবেশ করবে এবং ভারতের পক্ষে উপযুক্ত মডেলগুলি সনাক্ত এবং বিকাশের জন্য গবেষণা করবে।বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মিতভাবে তাদের দক্ষতা এবং জ্ঞান বাড়ানোর জন্য সমবায় খাতে শ্রমিক এবং পরিচালকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করবে।

এছাড়াও, সমবায় সংস্থাগুলি পরিবেশগতভাবে সুস্থায়ি নীতিগুলির সাথে একত্রিত হয়ে সুস্থায়ি উন্নয়নের বিস্তৃত লক্ষ্যে অবদান রাখবে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ভারতে সমবায় আন্দোলনের একটি নতুন যুগে সূচনা করে একটি যুগান্তকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। এটি একটি 'উন্নত ভারতের' জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সমবায় খাতকে আরও কার্যকর করার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করবে।

ত্রিভুবন সহকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমবায় খাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য নিবেদিত প্রথম প্রতিষ্ঠান হবে।এর প্রোগ্রামগুলি সম্পূর্ণ ব্যবহারিক এবং কর্মসংস্থান-ভিত্তিক হবে,নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিচ্ছে:

সমবায় পরিচালনা: সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির দক্ষ কার্যকারিতা এবং শক্তিশালী নেতৃত্বের ক্ষমতা বিকাশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

সমবায় ফিনান্স: সমবায় ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করছেন তাদের জন্য পেশাদার প্রশিক্ষণ দেওয়া, খাতের আর্থিক দক্ষতা বাড়িয়ে তোলে।

ডিজিটাল সমবায়: আধুনিকীকরণ এবং দক্ষতার প্রচার করে সমবায় কাজকর্মে ডিজিটাল প্রযুক্তিকে সংহত করার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সজ্জিত করে।

সম্প্রদায় উন্নয়ন এবং সমবায়: সম্প্রদায়ভিত্তিক উন্নয়ন কৌশলগুলি বুঝে গ্রাম এবং শহর উভয় ক্ষেত্রেই সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করা।

কৃষি ও গ্রামীণ সমবায়: কৃষি কেন্দ্রিক সমবায়কে আধুনিকীকরণের জন্য উৎপাদনশীলতা, সুস্থায়িতা এবং গ্রামের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা।

- অধ্যক্ষ, ইফকো

◆◆◆

জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর শ্রীলাল শুক্লা জন্ম শতবর্ষ উদযাপনে সম্বোধন করেন

বিপুল সমবায় ইফকো ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির প্রচারকে অগ্রাধিকার দেয়

সহকার উদয় টিম

পদ্ম ভূষণ পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং খ্যাতিমান হিন্দি লেখক এবং স্যাটাইরিস্ট শ্রীলাল শুক্লার জন্ম শতবর্ষ উদযাপন লখনউয়ের ইন্দিরা গান্ধী প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়।ইভেন্টটি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সমবায়, ভারতীয় কৃষক সার সমবায় লিমিটেড (ইফকো)'র ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বিভাগ সংগঠিত করেছিল।এই বছর শ্রীলাল শুক্লার ১০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, যিনি ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর শ্রী মনোজ সিনহা।

অনুষ্ঠানের সময়, বেশ কয়েকটি সেশন হয় যার মধ্যে শ্রীলাল শুক্লার সাহিত্যকর্ম, আবৃত্তি, একটি মঞ্চ নাটক এবং তাঁর জীবনীর উপর ভিত্তি করে একটি শর্ট ফিল্ম স্ক্রিনিংয়ের বিষয়ে আলোচনা হয়।তার ভাষণে প্রধান অতিথি শ্রী মনোজ সিনহা হিন্দি সাহিত্যে শ্রীলাল শুক্লার অসাধারণ অবদানের কথা বলেন এবং তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন। তিনি উল্লেখ করেন যে সাহিত্য, শিল্প এবং সংস্কৃতি সমবায় খাতের শীর্ষস্থানীয় সংস্থা ইফকোর মূল অগ্রাধিকারগুলির মধ্যে একটি।

প্রোগ্রামের প্রথম অধিবেশনে শ্রী মনোজ সিনহা ছবি এবং বইয়ের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।এই অধিবেশনে অভিনেতা পঙ্কজ ত্রিপাঠি এবং অশোক পাঠক একটি মনোমুগ্ধকর আবৃত্তি করে শ্রীলাল শুক্লার আইকনিক কাজ রাগ দরবারির চরিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন।

"শ্রীলাল শুক্লা: কুছ রং, কুছ রাগ" শিরোনামের দ্বিতীয় অধিবেশনটিতে সিনিয়র লেখক শ্রী মহেন্দ্র ভিশ্ব উপস্থিত ছিলেন, যিনি তাঁর স্বতন্ত্র স্টাইলে শ্রীলাল শুক্লার সৃজনশীল যাত্রার অন্তর্দৃষ্টি ভাগ করে নেন। উত্তর প্রদেশের সমবায় মন্ত্রী শ্রী জে.পি.এস. রাঠোর অধিবেশনে সম্বোধন করেন, সাহিত্যের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং শ্রীলাল শুক্লার কাজের সাথে তাঁর সংযোগ ভাগ করে নেন।

"রাগ দরবারি: কাল, আজ এবং কাল" শীর্ষক

■ লখনউ উৎসবে শ্রীলাল শুক্লার রচনাগুলি নিয়ে আলোচনা হয় **ইফকোর চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ সাঙ্ঘানি এবং এম ডি ডাঃ উদয় শঙ্কর অবস্থি অন্তর্দৃষ্টি ভাগ করে নেন**

তৃতীয় অধিবেশনটিতে গল্পকার ও লেখক হিমাংশু বাজপেয়ি, ড. জয় প্রকাশ কারদম এবং সম্পাদক আশুতোষ শুকলার নেতৃত্বে রাগ দরবারির সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে গভীরতর আলোচনা করেন। এই অধিবেশনটি ইফকোর চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ সাঙ্ঘানি সভাপতিত্ব করেন, যিনি তাঁর ভাষণে শ্রীলাল শুক্লার লেখাগুলিকে "সত্যের ঘোষণা" বলে বর্ণনা করেন।চতুর্থ অধিবেশনে, কবি ও চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্রী দেবী প্রসাদ মিশ্র পরিচালিত শ্রীলাল শুক্লার জীবন ও সাহিত্যিক অবদানের উপর একটি শর্ট ফিল্ম প্রদর্শন করেন। এই অধিবেশন চলাকালীন, খ্যাতিমান লোকসঙ্গীতশিল্পী মালিনি অবস্থি এবং ইফকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. উদয় শঙ্কর অবস্থি যৌথভাবে শ্রীলাল শুক্লার কাজের উত্তরাধিকার এবং প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন।

মালিনী অবস্থি ডা. অবস্থির নেতৃত্বে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতি ইফকোর দায়বদ্ধতাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানান। তার উপস্থাপনার অংশ হিসাবে,তিনি প্রতিদিনের গ্রামীণ জীবনকে প্রতিফলিত করে এমন জনপ্রিয় লোকগান দিয়ে শ্রোতাদের মনমুগ্ধ করে,যেমন রিলিয়া বৈরান পাইয়া কো লে জায়ে রে এবং সায়ান মিলাল লারকায়ান মেইন কা করুন যা শ্রোতাদের নাচতে উৎসাহিত করে।

তিনি শ্রীলাল শুক্লার উপন্যাস মকান সম্পর্কেও বিশেষ উল্লেখ করেন, বইটিতে প্রদর্শিত ফোক গানগুলি নারীদের জীবনের সংবেদনশীল এবং সামাজিক বাস্তবতাকে শক্তিশালীভাবে তুলে ধরে। তাঁর গাওয়া অনেক লোক গান একই সংবেদনশীল গভীরতা এবং থিম প্রতিধ্বনিত হয়েছে যা শ্রীলাল শুক্লার বিশাল সৃজনশীল মহাবিশ্ব জুড়ে বোনা আছে।

◆◆◆

International Year of Cooperaties 2025

অধ্যাপক কানহাইয়া ত্রিপাঠি

সহকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমবায়ের স্বর্ণযুগের সূচনা করবে

এটি ভারতীয় সমবায়ের স্বর্ণযুগ। সমবায় আন্দোলনের প্রতি গভীর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একজন নেতা, কেন্দ্রীয় গৃহ এবং সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ সমবায়ের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্যভাবে ত্বরান্বিত করেছেন। দেশের প্রথম সমবায় মন্ত্রী হিসাবে শ্রী শাহ স্বল্প সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন এবং সমবায় খাতে তাঁর অবদানগুলি সোনার ফলকে রেকর্ড করা হচ্ছে - এটি ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

সম্প্রতি, ত্রিভুবন সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০২৫ সংসদে পাশ করা হয়। এটি এমন একটি পদক্ষেপ যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। লোকসভায় বিলটি উপস্থাপন করার সময় শ্রী শাহ জোর দিয়ে বলেন যে এর উত্তরণটি গ্রামীণ অর্থনীতিকে বাড়িয়ে তুলবে, স্ব-কর্মসংস্থান এবং ছোট উদ্যোক্তাকে উৎসাহিত করবে, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াবে এবং উদ্ভাবন এবং গবেষণায় নতুন মান নির্ধারণের সুযোগ তৈরি করবে। আমাদের দেশ সহযোগিতার চেতনা দ্বারা পরিচালিত এবং আধুনিক শিক্ষায় সজ্জিত সমবায় নেতৃত্বের এক নতুন জোয়ার আসবে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরে, ভারত তার প্রথম সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে - এটি দেশের জন্য একটি রূপান্তরকারী পদক্ষেপ।

সহযোগিতার চেতনাকে উৎসাহিত করে এবং 'সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধির' দৃষ্টি দিয়ে জাতিকে উন্নয়নের দিকে পরিচালিত করে জনগণকে ক্ষমতায়নের জন্য শ্রী শাহের প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয় এবং অনুকরণীয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর উদ্যোগ তার মহৎ উদ্দেশ্যকে প্রতিফলিত করে। তিনি সমবায় খাতকে বিকশিত ও প্রসারিত করার এবং ত্রিভুবন সহকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদের প্রয়োজনীয়তার সমাধান করার লক্ষ্য নিয়েছেন। শ্রী শাহ জোর দিয়ে বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে এর ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রিধারীরা কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি কেবল আন্তর্জাতিক ভ্যালু চেইনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে না বরং এটি একটি নতুন যুগের সমবায় সংস্কৃতিও গড়ে তুলবে।

বর্তমানে, সারা দেশে হাজার হাজার সমবায় শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে, তবে তাদের কোর্সে নির্দিষ্ট মানের অভাব রয়েছে। এটি সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্থির হবে। ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রি প্রোগ্রাম সরবরাহের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় সমবায় খাতে পিএইচডির সুযোগও দেবে। তদুপরি, স্বল্প-মেয়াদী শংসাপত্রের কোর্সগুলি সমবায় খাতের সমস্ত বিদ্যমান কর্মীদের জন্য উপলব্ধ থাকবে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য আমাদের দেশের যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, সমবায় চিন্তাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটি শিক্ষিত কর্মীদল প্রস্তুত করা। শ্রী শাহ কল্পনা করেন যে প্রতি বছর, লক্ষ লক্ষ যুবক যারা সমবায় প্রচারের বিষয়ে আগ্রহী তারা ডিপ্লোমা, ডিগ্রি বা শংসাপত্রের প্রোগ্রামগুলিতে ভর্তি হয়ে এই আন্দোলনে যোগ দেবেন।

ভারতের সমবায় খাতে সাধারণ মানুষের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ রয়েছে। একটি স্বাধীন সমবায় মন্ত্রক প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সমবায় খাতের উদ্দেশ্যে আরও মনোনিবেশ করার চেষ্টা করা হচ্ছে যা আরও মানুষকে সমবায়ের সাথে যুক্ত করছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকটি হ'ল দেশের লোকেরা তাদের উদ্যোগ, শ্রম এবং মর্যাদাকে একত্রিত করতে শুরু করেছে। এমন একটা সময় যখন সমবায় খাতকে প্রচারের জন্য বিশ্বব্যাপী শিক্ষা এবং দক্ষতা তৈরির কর্মশালাগুলি সংগঠিত করা হচ্ছে, ভারতে সমবায় প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী ত্রিভুবন প্যাটেলের নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে যুব সম্পদ প্রস্তুত করার দৃঢ় সংকল্প এবং প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে ভারতের জন্য একটি ভাল ও সুরক্ষিত ভবিষ্যতের দিকে একটি বড় পদক্ষেপ।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে, সমবায় নীতি এবং কাজকর্ম প্রসারিত হবে, সমবায় খাতে নতুন প্রযুক্তি চালু করা হবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি আরও জোরদার করা হবে। অধিকন্তু, গবেষণা এবং উদ্ভাবনে বাড়বে, যা তৃণমূল পর্যায়ে সমবায় খাতকে ক্ষমতায়নে সাহায্য করবে। বিশ্ববিদ্যালয়টি দক্ষ সমবায় কর্মী তৈরি করবে যারা সমবায় খাতের সংস্থাগুলির দক্ষতা বাড়িয়ে তুলবে এবং স্বচ্ছতা প্রচার করবে। ডিজিটাল উদ্ভাবনের মাধ্যমে সমবায় প্ল্যাটফর্মগুলির উপর গবেষণা, আন্তর্জাতিক মানের সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সৃষ্টি এবং নতুন তহবিল প্রকল্পগুলির জন্য আর্থিক কৌশল বিকাশ সবই দেশের বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

এই উদ্যোগটি সমবায় খাতকে শক্তিশালী করে এবং এর সুস্থায়ি অগ্রগতি নিশ্চিত করে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

তিনি ভারত সরকারে বিশেষ শুল্ক অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং বর্তমানে পাঞ্জাবের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

◆◆◆

পুনে-ভিত্তিক সমবায় পরিচালন ইনস্টিটিউট ভামনিকমে তাঁর সফরকালে কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিমন্ত্রী শ্রী মুরলিধর মোহোল আন্তর্জাতিক সম্মেলন আলোচিত "সমবায়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধি" শীর্ষক প্রতিবেদনের একটি সংকলন প্রকাশ করেন। তিনি ইনস্টিটিউট ডিন ডাঃ হেমা যাদব এবং অন্যান্য প্রবীণ কর্মকর্তাদের সাথে ত্রিভুবন সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কিত মূল বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা করেন।

সমবায় সচিব ডাঃ আশীষ কুমার ভুটানি শিলংয়ে আনুষ্ঠানিক প্রদীপ জ্বালিয়ে দু' দিনের জাতীয় পর্যালোচনা সভার (১০-১১ এপ্রিল) উদ্বোধন করেন। বৈঠকে সমবায় খাতকে শক্তিশালী করার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির সাথে কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রকের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ পর্যালোচনা করা হয়েছিল।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাঃ উদয় শঙ্কর অবস্থি কালোল প্ল্যান্ট সফরকালে ইফকোর চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ সাঙ্ঘানীকে একটি ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান। শ্রী সাঙ্ঘানী ইফকোর প্রথম ইউরিয়া প্ল্যান্ট কমপ্লেক্সের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনে অংশ নেন এবং সেখানে অনুষ্ঠিত ইফকো বোর্ড অফ ডিরেক্টরস সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ইফকোর চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ সাঙ্ঘানী আনুষ্ঠানিক প্রদীপ জ্বালিয়ে গান্ধিনগরে একটি জৈব কৃষিকাজ সিম্পোজিয়ামের উদ্বোধন করেন। গুজকমসোল যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে এবং সার কোম্পানি, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা এবং কৃষকরা এতে অংশগ্রহণ করেন। শ্রী সাঙ্ঘানী ইফকোর ন্যানো সার এবং জৈব কৃষিতে উদ্যোগের বিষয়ে একটি বিশদ আলোচনা করেন।

বিপণন পরিচালক শ্রী যোগেন্দ্র কুমারের নেতৃত্বে ইফকোর বার্ষিক বিপণন পর্যালোচনা ও কৌশল সভা গুরুগ্রামের এফএমডিআইতে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশন চলাকালীন, ইফকোর বাজারে উপস্থিতি এবং প্রচারকে শক্তিশালী করতে রাষ্ট্রীয় বিপণন পরিচালকদের সাথে ভবিষ্যতের কৌশলগুলি আলোচনা করা হয়।

বিপণন পরিচালক শ্রী যোগেন্দ্র কুমারের নেতৃত্বে ইফকোর বার্ষিক বিপণন পর্যালোচনা ও কৌশল সভা গুরুগ্রামের এফএমডিআইতে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশন চলাকালীন, ইফকোর বাজারে উপস্থিতি এবং প্রচারকে শক্তিশালী করতে রাষ্ট্রীয় বিপণন পরিচালকদের সাথে ভবিষ্যতের কৌশলগুলি আলোচনা করা হয়।

ভারতের সমবায় খাতে একটি নতুন বিপ্লব এসেছে। যা একসময় কয়েকটি রাজ্য এবং অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল তা এখন দেশব্যাপী প্রসারিত হচ্ছে। সমবায় খাত একটি শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে এবং গ্রামীণ উন্নয়ন চালিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্মিলিত প্রচেষ্টার শক্তির মাধ্যমে, সমবায়গুলি কৃষকদের পৃথক পৃথক সমস্যা মোকাবেলা করার এবং দৈনন্দিন সিস্টেমগুলিকে বৃহত উদ্যোগে রূপান্তরিত করার সম্ভাবনা রাখে।

শ্রী নরেন্দ্র মোদী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী

Postal Registration No.: DL(S)-17/3559/2023-25

Published on 13-07-2024 Applied for RNI Registration/Exempted for Three Months vide ADG Posts Letter No.22-1/2023-PO, dt.14-05-2024